কাফন-দাফন-জানাযা

হাফেজ মাওলানা শাববীর আহমাদ শিবলী
উস্তায, জামেয়া আরাবিয়া আশরাফুল উলূম, উলূকান্দী, সোনারগাঁ, নারায়নগঞ্জ
সভাপতি, আবাবীল সংসদ, আড়াইহাজার, নারায়নগঞ্জ
সাথী, ইসলামী চেতনা বিকাশ কেন্দ্র, ঢাকা

নাদিয়াতুল কুরআন ফাউন্ডেশন
৫৯, চকবাজার - ৫০, বাংলাবাজার, ঢাকা

লেখকের আরয

এ পৃথিবীর বুকে প্রাণধারী যত জীব রয়েছে, সকলকেই একদিন না একদিন মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করতে হবে। আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেছেন ঃ

كل نفس ذائقة الموت

অর্থাৎ 'প্রত্যেক প্রাণীকেই আস্বাদন করতে হবে মৃত্যু'। পবিত্র কুরআনের অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন ঃ

اينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم فى بروج مشيدة

অর্থাৎ 'তোমরা যেখানেই থাক না কেন মৃত্যু কিন্তু তোমাদের পাকড়াও করবেই–যদি তোমরা সুদৃঢ় দুর্গের ভিতরেও অবস্থান করো, তবুও'।

এ জগতে যতগুলো অকাট্য বাস্তবতা রয়েছে, তন্মধ্যে সবচেয়ে অকাট্য বাস্তব হচ্ছে এই মৃত্যু। কারণ এটি এমন একটি বাস্তব, জগতের কোন মানব অদ্যাবধি যাকে অস্বীকার করতে সক্ষম হয়নি। অথচ মহান আল্লাহর অস্তিত্ব নিয়ে কথা বলার মত মানবও এ জগতে রয়েছে। তদ্রূপ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নবুওয়ত নিয়ে অভিযোগ করার মানুষও এ জগতে রয়েছে। কিন্তু একটি মাত্র বিষয় যার ক্ষেত্রে আস্তিক, নাস্তিক, ইয়াহুদ, খৃষ্টান, পৌত্তলিক এক কথায় সকল মতাদর্শের মানুষ একমত, সেটি হচ্ছে এই মৃত্যু। কিন্তু দুঃখজনক সত্য হচ্ছে এই মৃত্যু যতখানি বাস্তব, মৃত্যুর ব্যাপারে মানুষের উদাসীনতা ততবেশী। এ কারণেই হযরত আলী (রাযিঃ) বলেছেন 'মানুষ প্রতি দিন তার মত মানুষকে মৃত্যুবরণ করতে দেখে, কিন্তু সে নিজের মৃত্যুর কথা ভুলে যায়।' অথচ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ

اكثروا ذكر هازم اللذات

অর্থাৎ 'তোমরা জীবনের সকল স্বাদ বিনাশকারী বস্তু অর্থাৎ মৃত্যুর কথা অধিক স্মরণ করো'।

এ জগতে মানবের আগমন যেমন ইচ্ছাধীন বিষয় নয়, তেমনি এ জগত থেকে বিদায় নেওয়াও কারো ইচ্ছাধীন ব্যাপার নয়। কখন কোন মুহূর্তে কোথায় মানুষ জন্মগ্রহণ করবে এটা যেমন কেউ বলতে পারে না, আবার কখন কোথায় কার মৃত্যু হবে এটাও কেউ বলতে সক্ষম নয়। এ পৃথিবীতে একদিন যেমন মানুষ ছিল না, কিছুকাল অবস্থান করার পর আবার এ পৃথিবীতে মানুষ থাকবেও না। জন্মিলে এখান থেকে বিদায় নিতেই হবে। এটাই চরম বাস্তব এটাই চরম সত্য।

তবে প্রতিটি মুসলমানের জন্মের মুহূর্তে যেমন কতগুলো ইসলামী বিধি-বিধান পালন করতে হয়, তেমনি অন্তিম মুহূর্ত থেকে শুরু করে গোসল, কাফন, দাফন, নামাযে জানাযা এমনকি সমাধিস্থ করা পর্যন্ত কতগুলো ইসলামী বিধি-বিধান পালন করাও আবশ্যক। কিন্তু দুঃখজনক সত্য হচ্ছে এ সকল বিধি-বিধান পালনে অনেক ক্ষেত্রেই মারাত্মক ভুল ও শরীয়ত বিবর্জিত ক্রিয়া-কর্মের অবতারণা করতে দেখা যায়। আর অধিকাংশ ক্ষেত্রে এর কারণ কাফন-দাফন ইত্যাতিতে নিয়োজিত সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিগণের অজ্ঞতা। ফলে মৃত ব্যক্তির জীবনের সর্বশেষ কৃত্যগুলো পরিশুদ্ধ না হয়ে অশুদ্ধ থেকে যায়। আর এটা আমাদের জন্য যারপরনেই আফসোসের বিষয়।

তাই আমাদের আপনজন সহ আত্মীয়-পরিজনের বিদায় মুহূর্তের কৃত্যগুলো যেন কুরআন-হাদীস অনুযায়ী সহীহ-শুদ্ধভাবে পালিত হয়, সে সম্পর্কে অবগতি দানের জন্যেই অত্র পুস্তক রচনার প্রয়াস। আল্লাহ তা'আলা আমাদের এই ক্ষুদ্র প্রয়াস কবুল করুন। আমীন।

বিনীত

শাববীর আহমাদ শিবলী

মুসাফির নিবাস

নয়াপুর, সোনারগাঁ, নারায়নগঞ্জ

সূচীপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা

প্রথম অধ্যায়

মৃত্যুর আলামত

মৃত্যু শয্যায় শায়িত ব্যক্তির শ্বাস-প্রশ্বাস যখন আটকে আটকে খুব দ্রুত বইতে শুরু করে এবং পা'দ্বয় শিতল হয়ে আসে, নাসিকা বাঁকা হয়ে যায়, কানপট্টি বসে যায় এবং গর্দান শিথিল হয়ে আসে, তখন মনে করতে হবে তার জীবনের সর্বশেষ মুহূর্তটি অত্যাসন্ন। এ প্রসঙ্গে পবিত্র কুরআনেও ইরশাদ হয়েছে ঃ

كَلَّا إِذَا بَلَغَتِ التَّرَاقِيَ وَقِيلَ مَنْ رَاقٍ - وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ -
وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ - إِلَىٰ رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَسَاقُ ۝

অর্থাৎ 'যখন প্রাণ কণ্ঠনালীতে এসে ঠেকে এবং বলা হয় কে ঝাড়-ফুঁক করবে এবং সে মনে করে বিদায়ের সময় নিকটবর্তী এবং পায়ের গোছা গোছার সাথে জড়িয়ে যায়, এটাই আল্লাহর নিকট যাওয়ার সময়।'

(সূরা কেয়ামাহ, আয়াত ২৬-২৯)

মৃত ব্যক্তির ক্ষেত্রে জীবিতদের করনীয়

যখন কোন ব্যক্তি উল্লেখিত অবস্থায় উপনীত হয়, তখন তার মাথা উত্তর দিকে করে তাকে ডান কাতে ক্বেবলামুখী করে শুইয়ে দিবে। কারণ সাহাবা, তাবেয়ী, তাবে তাবেয়ী এবং বুযুর্গানে দ্বীন থেকে এ জাতীয় ওছীয়ত এবং আমলের প্রমাণ রয়েছে। আর যদি এভাবে রাখতে গেলে মুমূর্ষু ব্যক্তির কষ্ট অনুভূত হয়, তাহলে স্বাভাবিকভাবে চিৎ করে শুইয়ে দিবে। আর এ অবস্থায় তার নিকটে বসে কালেমার তালক্বীন দিবে অর্থাৎ জোরে জোরে নিম্নোক্ত কালেমা পাঠ করতে থাকবে।

أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ

উচ্চারণ ঃ আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়া রাসূলুহু। (বেহেশ্‌তী জেওর)

কালেমার তালক্বীন দেওয়ার ব্যাপারে হাদীসে বর্ণিত হয়েছে। হযরত আবু সাইদ খুদরী (রাযিঃ) কর্তৃক বর্ণিত হাদীসে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন 'মুমূর্ষু ব্যক্তিকে কালেমার তালক্বীন দান করবে।'

(মুসলিম শরীফ)

এভাবে কালেমা পাঠ করার উদ্দেশ্য হচ্ছে, সে যেন কালেমা পাঠের আওয়াজ শুনে নিজেও কালেমা পড়ে নিতে পারে। কিন্তু কালেমা পড়ার জন্যে কোন অবস্থাতেই উক্ত ব্যক্তিকে জোরজবরদস্তি বা চাপ প্রয়োগ করা যাবে না। কারণ মানুষের মৃত্যুর মুহূর্তটি বড় কষ্টকর এবং যন্ত্রণাদায়ক। তাই এহেন চরম মুহূর্তে তাকে জোরজবরদস্তি করতে গেলে মৃত্যু যন্ত্রণা এবং কালেমা পড়ার উপর্যপুরী চাপে অতিষ্ট হয়ে আল্লাহ না করুন হয়ত তার মুখ দিয়ে কোন অশ্লীল বা খারাপ কথা বের হয়ে যেতে পারে। (বেহেশ্‌তী জেওর)

❖ মুমূর্ষু ব্যক্তি একবার কালেমা পড়ে নিলেই তার পাশে বসে উচ্চস্বরে কালেমা পাঠকারী ব্যক্তি একেবারে চুপ হয়ে যাবে। সাবধান! কখনো এরূপ চেষ্টা করবে না যে, তার যবানে সারাক্ষণ কালেমার যিকির অব্যাহত থাকুক এবং কালেমা পাঠ করতে করতে সে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করুক। কেননা কালেমা পাঠ করতে করতে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করা আবশ্যক নয়, বরং কালেমা পাঠের দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে-মৃত ব্যক্তির দুনিয়ার জীবনের সর্বশেষ বাক্যটি যেন কালেমা হয়। কালেমা পাঠ করার পর সে যেন আর কোন দুনিয়াবী কথা না বলে। অগত্যা যদি বলেই ফেলে, তাহলে তাকে পুনরায় কালেমার তালক্বীন দিতে হবে। তার নিকট বসে পুনরায় উচ্চ স্বরে কালেমা পাঠ করতে হবে। প্রথম বারের মত এবারও মুমূর্ষু ব্যক্তি শুধুমাত্র একবার কালেমা পড়ে নিলেই তালক্বীনদাতা আবার নিশ্চুপ হয়ে যাবে। (প্রাগুক্ত)

মৃত ব্যক্তির নিকট সূরা ইয়াছীন তেলাওয়াত

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, মানুষের মৃত্যুর মুহূর্তটি অত্যন্ত নাযুক এবং যন্ত্রণায়দায়ক। তাই সূরায়ে ইয়াছীন তেলাওয়াতের বদৌলতে যেমন

দুনিয়ার বালা-মছীবত দূরিভূত হয়, তেমনি মুমূর্ষু ব্যক্তির নিকট সূরায়ে ইয়াছীন তেলাওয়াত করলেও মৃত ব্যক্তির মুত্যু যন্ত্রণা লাঘব হয় বলে হাদীসে উল্লেখ রয়েছে। তাই মুমূর্ষু ব্যক্তির নিকট বসে সূরায়ে ইয়াছীন তেলাওয়াত করা মুস্তাহাব। মৃত ব্যক্তির সাথে সংশ্লিষ্ট কেউ যদি তা পড়তে না পারে, তাহলে অন্য কাউকে দিয়ে পড়ালেও হবে।

হযরত জাবের (রাযিঃ)-এর হাদীস মতে সূরা রা'দের কথাও বলা হয়েছে যে, মুমূর্ষু ব্যক্তির নিকট সূরায়ে রা'দ তেলাওয়াত করলে তার আত্মা সহজে বের হয়ে যায়। তিরিমিযী শরীফের এক বর্ণনায় নিম্নোক্ত দোয়াটি পড়ার কথাও উল্লেখ রয়েছে ঃ

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِيْ وَارْحَمْنِيْ وَالْحِقْنِيْ بِالرَّفِيْقِ الْاَعْلٰى لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ اَللّٰهُمَّ اَعِنِّيْ عَلٰى غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَسَكَرَاتِ الْمَوْتِ

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মাগফিরলী ওয়ারহামনী ওয়াল হিকনী বির রফীকিল আ'লা, লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু, আল্লাহুম্মা আ'ইন্নী আলা গামারাতিল মাওতি ওয়া সাকরাতিল মাওতি।

অর্থ ঃ হে আল্লাহ! আমাকে ক্ষমা করুন, আমার উপর দয়া করুন, আমাকে আমার উপরস্থ বন্ধুদের সাথে মিলিত করুন। আল্লাহ ব্যতীত কোন মা'বুদ নেই। হে আল্লাহ! মৃত্যু যন্ত্রণার মুহূর্তে আপনার সাহায্য প্রার্থনা করি।

(কাফন-দাফনের মাসলা-মাসায়েল)

❖ মৃত্যুর মুহূর্তটি যেহেতু একটি করুন মুহূর্ত এবং ইহ জগত থেকে বিদায় নিয়ে পর জগতে মহান আল্লাহর নিকট হাজিরা দেওয়া মুহূর্ত তাই এ মুহূর্তে মৃত ব্যক্তির নিকট বসে এমন কোন কথা-বার্তা বা আলোচনা করবে না, যার দ্বারা তার মন দুনিয়ার দিকে আকৃষ্ট হয়। বরং এহেন মুহূর্তে তার সম্মুখে এমন এমন আলোচনা-পর্যালোচনা করা আবশ্যক, যাতে তার মন-মানসিকতা দুনিয়া থেকে বিমুখ হয়ে পরকাল এবং আল্লাহমুখী হয়। এতেই তার সার্বিক কল্যাণ নিহিত। এ মুহূর্তে তার ছেলে-সন্তানকে সম্মুখে আনা এবং মন আকর্ষণকারী প্রিয় বস্তুসমূহ তার সামনে উপস্থিত করা অত্যন্ত

জঘন্য কাজ। কেননা মৃত্যুকালে দুনিয়ার মহাব্বত বা ভালবাসা নিয়ে মৃত্যুবরণ করা এটা (নাউযুবিল্লাহ) অপমৃত্যুরই নামান্তর। (বেহেশ্‌তী জেওর)

❖ আল্লাহ না করুন যদি অন্তিমকালে প্রাণ বের হওয়ার সময় মৃত ব্যক্তির মুখ দিয়ে কোন কুফরী কথা বা অশ্লীল কোন উক্তি বের হয়ে যায়, তাহলে সে দিকে ভ্রুক্ষেপ করবে না এবং এ নিয়ে পরস্পরে আলোচনা-পর্যালোচনা করবে না, বরং মনে করবে মৃত্যু যন্ত্রণা সইতে না পেরে বেহুঁশ হয়ে হয়ত এসব বলেছে। আর বেহুঁশ ও জ্ঞানহারা অবস্থায় যা কিছু বলে, দয়াময় আল্লাহর দরবারে তা সবই ক্ষমাযোগ্য। সকলেই মনে মনে আল্লাহর দরবারে তার মাগফেরাতের জন্যে প্রার্থনা করতে থাকবে। (প্রাগুক্ত)

লাশের সাথে করনীয় আমল

মুমূর্ষু ব্যক্তি নিঃশ্বাস ত্যাগ করার সাথে সাথে উপস্থিত সকলেই নিম্নোক্ত দোয়া পাঠ করবে ঃ

اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّا اِلَيْهِ رَاجِعُوْنَ-اَللّٰهُمَّ اَجِرْنِىْ فِىْ مُصِيْبَتِىْ وَاخْلُفْ خَيْرًا مِّنْهَا

অর্থ ঃ নিশ্চয় আমরা আল্লাহর জন্য এবং আল্লাহর নিকট প্রত্যাবর্তনকারী। হে আল্লাহ! আমার বিপদের সময় প্রতিদান দাও এবং এর পরিণামে আমাকে উত্তম বিনিময় প্রদান করো।

এরপর তার হাত পা সোজা করে দিবে, চক্ষুদ্বয় বন্ধ করে দিবে। চক্ষুদ্বয় বন্ধ করার সময় নিম্নোক্ত দোয়াটি পাঠ করবে ঃ

بِسْمِ اللّٰهِ وَعَلٰى مِلَّةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ

উচ্চারণ ঃ বিসমিল্লাহি ওয়া আলা মিল্লাতি রাসূলিল্লাহ্‌।

মুখ যাতে হা করে না থাকে, সে জন্যে চিবুক এবং মাথার সাথে একখানা কাপড় বেঁধে দিবে। এভাবে পাগুলো যেন ফাঁক হতে না পারে, সে জন্যে সোজাভাবে দুই পা একত্রিত করে বৃদ্ধাঙ্গুলীদ্বয় কোন কিছু দ্বারা বেঁধে দিবে। অত:পর একখানা বড় চাদর দ্বারা পুরো লাশটিকে ঢেকে রাখবে। মৃত

ব্যক্তির লাশ মাটিতে না রেখে কোন খাট বা চৌকিতে শোয়ায়ে রাখবে। ভারী কোন বস্তু দ্বারা পেটের উপর চাপা দিয়ে রাখবে, যাতে পেট ফুলে উঠতে না পারে। সম্ভব হলে পাক-পবিত্র কাপড় পরাবে। যদি পাক-পবিত্র কাপড় পরিধানে থাকে, তাহলে আর কাপড় পাল্টানোর প্রয়োজন নেই। (বেহেশ্‌তী জেওর/আহকামে মাইয়েত)

❖ মৃত্যুর পর লাশের নিকট লোবান, আগরবাতি ইত্যাদি সুগন্ধি জাতীয় বস্তু জ্বেলে দিবে। (বেহেশ্‌তী জেওর)

❖ মাসিক ঋতুস্রাবাক্রান্ত মহিলা এবং যাদের উপর গোসল করা ওয়াজিব; এরূপ কেউ কিছুতেই মৃতের আশে পাশে দাঁড়িয়ে বা বসে থাকবে না।

❖ মৃত্যুর পর মৃতের গোসল করানোর পূর্বে তার নিকট কুরআন তেলাওয়াত করা জায়েয নেই। (বেহেশ্‌তী জেওর)

❖ কাফন-দাফন যথাসম্ভব তাড়াতাড়ি সম্পন্ন করার চেষ্টা করবে। প্রথমেই কবর খননের ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। তারপর গোসল, কাফন ও নামাযে জানাযা ইত্যাদির ইন্তেজাম করবে।

❖ শুক্রবার দিন কারো মৃত্যু হলে সম্ভব হলে জুমআর নামাযের পূর্বেই নামাযে জানাযার ব্যবস্থা করবে। জানাযার নামাযে অধিক লোক সমাগমের উদ্দেশ্যে জুমা পর্যন্ত বিলম্ব করা মাকরূহ। (প্রাগুক্ত)

মৃত ব্যক্তির জন্য সমবেদনা

মানবিক কারণেই মৃত্যুর সময় মৃতের পরিবার-পরিজন, আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব বিচ্ছেদ-বেদনায় ভারাক্রান্ত ও অশ্রুসিক্ত হয় এবং হওয়াটাই স্বাভাবিক। আমাদের প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রাণপ্রিয় পুত্র ইব্রাহীমের মৃত্যুতে অত্যন্ত বেদনা-ভারাক্রান্ত হন এবং বলেন ঃ

اَنَا بِفِرَاقِكَ يَا اِبْرَاهِيْمُ لَمَحْزُوْنُ

অর্থাৎ হে ইব্রাহীম! তোমার বিরহে আমি অত্যন্ত ব্যাথিত এবং দুঃখ-ভারাক্রান্ত।

ঠিক তেমনিভাবে ইবনে ওমর (রাযিঃ) সূত্রে বুখারী শরীফে বর্ণিত হয়েছে যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত সা'আদ ইবনে ওবাদা (রাযিঃ)কে মৃত্যু শয্যায় শায়িত দেখে অশ্রুসিক্ত হন এবং সমবেদনা প্রকাশ করেন। তিনি বলেন 'মানুষের অন্তর তার নিয়ন্ত্রণাধীন নয়'। সুতরাং কারো বিচ্ছেদ বিরহে বেদনাহত হওয়া, অশ্রুসিক্ত হওয়া দোষনীয় নয়, বরং শরীয়তের গন্ডির ভিতর থেকে তা করা সুন্নতও বটে।

(কাফন-দাফনের মাসলা-মাসায়েল)

হা-হুতাশ ও বিলাপ করে কান্নাকাটি করা

আরব্য জাহেলী যুগে মৃত্যুর শোকে বিলাপ করে কান্নাকাটি করা হত। এমনকি অর্থের বিনিময়ে লোক ভাড়া করে হা-হুতাশ ও কান্নাকাটির ব্যবস্থাপনা করা হত। এর জন্যে বিভিন্ন স্থানে কেন্দ্র খোলা হত। মৃতের পরিবারস্থ লোকেরা এতে অংশগ্রহণ করত এবং এরূপ করাটাকে তাদের উপর মৃত ব্যক্তির অধিকার বলে মনে করা হত। এর দ্বারা এক দিকে যেমন অর্থের অপচয় হত অপরদিকে অপসংস্কৃতি হিসেবে মহান আল্লাহর চিরন্তন বিধানের প্রতিও অবজ্ঞা প্রকাশ পেত। তাই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ জাতীয় কু-সংস্কার বিলুপ্তির ঘোষণা দিয়ে কঠোর হুঁশিয়ারবাণী উচ্চারণ করেন এবং যারা এসব পালন করবে তাদের শাফায়াত না করার ধমকি প্রদান করেন। (প্রাগুক্ত)

❖ অন্য এক হাদীসে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিলাপ করে ক্রন্দনকারিণী মহিলার উপর অভিসম্পাত করেছেন। সতুরাং কোন অবস্থাতেই উচ্চ আওয়াজে ক্রন্দন করা যাবে না। (প্রাগুক্ত)

যারা মৃতের জন্যে হা-হুতাশ এবং কান্নাকাটি করে তাদেরকে লক্ষ্য করে আযরাইল বলে থাকে-'যদি তোমাদের এই আচরণ আমার প্রতি ক্ষোভ প্রদর্শনপূর্বক হয়ে থাকে, তাহলে তোমাদের জানা উচিত, আমি আদিষ্টিত, আমার কিছুই করার নেই। আর যদি তোমাদের এই আচরণ মৃতের বিরহে হয়ে থাকে, তাহলে এসব করে কোন লাভ নেই, কারণ মৃত ব্যক্তি কবরবাসী হবেই। আর যদি আল্লাহর প্রতি ক্ষোভ প্রদর্শনপূর্বক হয়ে থাকে, তাহলে

তোমাদের এই আচরণ তোমাদের ধ্বংসের কারণ হবে। তোমরা খুব ভাল করে জেনে রাখ! আত্মা হননের জন্যে তোমাদের মাঝে আমার যাতায়াত অব্যাহত থাকবেই।' (প্রাগুক্ত)

কাজেই মৃত্যুর মুহূর্তে হা-হুতাশ বা কান্নাকাটি না করে মৃতের মুক্তির জন্য প্রার্থনা করা উচিত। কারণ এই প্রার্থনায় ফেরেশ্‌তাগণ অংশগ্রহণ করেন এবং 'আমীন' 'আমীন' বলতে থাকেন বলে হাদীসে উল্লেখ রয়েছে। (প্রাগুক্ত)

মৃত্যুর সংবাদ প্রচার

❖ বুখারী ও মুসলিম শরীফের হাদীসে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জাফর বিন আবী তালিব (রাযিঃ), যায়েদ বিন হারেছা (রাযিঃ), আবদুল্লাহ বিন রাওয়াহা (রাযিঃ) এবং হাবশার বাদশাহ নাজ্জাশীর মৃত্যুর সংবাদ প্রচার করেছেন। (প্রাগুক্ত)

❖ আবু দাউদ শরীফের বর্ণনায় হযরত তালহা (রাযিঃ)-এর মৃত্যুর ঘটনা থেকেও মৃত্যুর সংবাদ প্রচার করার সমর্থন পাওয়া যায়। তাই যথাসম্ভব দ্রুত মৃত্যুর সংবাদ প্রচার করা উচিত, যাতে অধিক লোক সমাগম হয়ে তার জন্যে দোয়া করে নিজ নিজ হক আদায় করতে সক্ষম হয়। প্রয়োজনে বাজারে শহরেও প্রচার করা যায়। তবে অধিক লোকের আশায় জানাযা বিলম্ব করা ঠিক নয়। (প্রাগুক্ত)

❖ মৃত্যুর সংবাদ প্রচার করার সময় শুধু মৃত্যুর সংবাদ প্রচার করা চাই। এ সময় তার বড়ত্ব, মহত্ব এবং বংশীয় কৌলিণ্য ও গুনাবলী এরূপভাবে প্রচার করা ঠিন নয়, যাতে বড়ত্ব ও অহমিকা প্রকাশ পায়। জাহেলী যুগে এরূপ করার প্রথা ছিল বিধায় কোন কোন সাহাবা তাদের মৃত্যু সংবাদ প্রচার না করার ওছীয়ত করেছিলেন। কাজেই এ ব্যাপারে সতর্ক থাকতে হবে।

❖ মৃত ব্যক্তির লাশ ঘরে থাকা অবস্থায় তার পরিবারের লোকজন পানাহার করতে পারবে না; এরূপ কোন বিধান ইসলামী শরীয়তে নেই। তবে আপনজনের বিচ্ছেদ-বিরহে যদি কেউ খাওয়া-দাওয়া করতে না পারে, তাহলে সেটা ভিন্ন কথা। এমতাবস্থায় আত্মীয়-স্বজন ও প্রতিবেশীদের উচিত মৃতের পরিবারের লোকজনকে বার বার খোশামোদ করে পানাহার করানো।

❖ কোন কোন এলাকায় মৃত ব্যক্তির মুখ দেখাটাকে সওয়াবের কাজ বলে মনে করে, অথচ ইসলামী শরীয়তে এর কোন ভিত্তি নেই। কাজেই মুখ দেখার মাঝে সওয়াব আছে মনে করা বেদ'আত। তাছাড়া মৃত ব্যক্তি যদি কোন বিশিষ্ট ব্যক্তি হন, তাহলে তার মুখ দেখাতে অনেক সময় লেগে যায়, যার ফলে দাফনে বিলম্ব হয়। অথচ দাফনে বিলম্ব করা জায়েয নেই।

❖ শরীয়তের বিধান হচ্ছে মৃত ব্যক্তিকে গোসল দান ও কাফন পরানোর সময় খুব অল্প সংখ্যক মানুষ কাছে থাকবে এবং তারাও একান্ত প্রিয়জন ও নিকটতম লোক হওয়া উত্তম। কেননা আল্লাহ না করুন যদি লাশের কোন দোষ অথবা পরিবর্তন দেখা দেয়, তাহলে তা যেন প্রকাশ না পায়। এ বিষয়ে সতর্ক থাকা আবশ্যক।

❖ জীবিত অবস্থায় যাকে দেখা জায়েয নেই, মৃত্যুর পরও তাকে দেখা জায়েয নেই। এর প্রতি সবিশেষ লক্ষ্য রাখতে হবে। অথচ দেখা যায় মৃত্যুর পর মাহ্‌রাম ও গায়রে মাহ্‌রাম সকলকেই লাশ দেখানো হয়।

দ্বিতীয় অধ্যায়

গোসলের বর্ণনা

মৃতকে গোসল দানের ফযীলত ঃ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন 'যে ব্যক্তি মৃত ব্যক্তিকে গোসল দান করবে, সে ব্যক্তি গোনাহ থেকে নবজাত শিশুর ন্যায় পবিত্র হয়ে যাবে। আর যে ব্যক্তি মুর্দারকে কাফন পরাবে আল্লাহ তা'আলা তাকে জান্নাতের পোষাক পরাবেন।' তবে শর্ত হলো সুন্নত তরীকায় গোসল ইত্যাদি করতে হবে এবং গোসলের সময় দুনিয়াবী কথা বলা যাবে না। (আহকামে মাইয়েত)

মৃতকে গোসল দানের গুরুত্ব ঃ মৃত ব্যক্তিকে গোসল দান করা সকল উম্মতের ঐকমত্যের ভিত্তিতে ওয়াজিব। ফতহুল কাদীর নামক কিতাবে ফরজে কেফায়া বলে উল্লেখ করা হয়েছে। (ফতোয়ায়ে আলমগীরী ঃ১ম খণ্ড)

মৃত ব্যক্তিকে গোসল করাবে কে?

সর্বাপেক্ষা নিকটতম আত্মীয়-স্বজন মৃত ব্যক্তিকে গোসল করানোর অধিক হকদার এবং এটাই উত্তম। মহিলাদের ক্ষেত্রেও একই হুকুম। কেননা মৃত ব্যক্তির জন্যে প্রিয়জনদের পক্ষ থেকে এটা তার সর্বশেষ খেদমত। কিন্তু যদি এরূপ নিকটতম ও ঘনিষ্টজনেরা গোসল করাতে অক্ষম বা অপারগ হয়, তাহলে দ্বীনদার ও পরহেযগার লোক দ্বারা গোসল করাবে, যে ব্যক্তি গোসল সম্পর্কিত যাবতীয় মাসায়েল সম্পর্কে অভিজ্ঞ। (বেহেশ্‌তী জেওর)

❖ আজকাল যারা নিজের নিকটতম মৃত আত্মীয়-স্বজনকে গোসল করানোর জন্যে নাপিতের হাতে সোপর্দ করে, তারা কতই না আত্মসম্মান বিরোধী এবং জালেম। এমনকি ভদ্র (?) সমাজের অনেক অহংকারী ব্যক্তিরা আজকে মৃতের গোসল দানকে নিতান্ত অপমানজনক বলে মনে করে।

❖ অর্থের বিনিময়ে অন্য কারো দ্বারা গোসল দিলেও তা জায়েয হবে। তবে অর্থ বা বিনিময় গ্রহণকারী ব্যক্তি সওয়াব লাভের অধিকারী হবে না। গোসল দানের জন্যে বিনিময় গ্রহণ করাও জায়েয আছে। তবে যদি শুধু মাত্র এক জন ব্যতীত অন্য কেউ গোসল দেওয়ার মত না থাকে, তাহলে এমতাবস্থায় মৃত ব্যক্তিকে গোসল দিয়ে বিনিময় গ্রহণ জায়েয হবে না। (প্রাগুক্ত)

❖ কোন পুরুষ ব্যক্তি মারা গেলে তাকে গোসল দানের মত কোন পুরুষ যদি না থাকে, তাহলে তার স্ত্রী তাকে গোসল করাবে। কোন মাহ্‌রাম মহিলার দ্বারা তার গোসল করানো জায়েয হবে না। যদি স্ত্রী না থাকে, তাহলে অন্য কোন মহিলা দ্বারা তাকে তায়াম্মুম করিয়ে দিবে। কিন্তু কোন অবস্থাতেই মৃতের গায়ে উন্মুক্ত হাত দ্বারা স্পর্শ করবে না, বরং হাতে কোন মোজা বা কাপড় পেঁচিয়ে নিবে। (প্রাগুক্ত)

❖ কারো স্বামী মারা গেলে স্ত্রী তাকে গোসল করিয়ে কাফন পরাতে পারবে। আর যদি কারো স্ত্রী মারা যায়, তাহলে স্বামী তাকে গোসল করানো বা কাফন পরানো তো দূরের কথা তার গায়ে স্পর্শ করাই তার জন্যে জায়েয নেই। অবশ্য স্বামী তাকে দেখতে পারবে এবং স্ত্রীর গায়ে কাপড় রেখে স্পর্শ করতে পারবে। (প্রাগুক্ত)

❖ কোন নাবালেগ বা অপ্রাপ্ত বয়স্ক ছেলের বয়স যদি এত কম হয় যে, তাকে দেখলে যৌন উত্তেজনা সৃষ্টি হয় না, তাহলে তার মৃত্যুর পর পুরুষদের ন্যায় মহিলারাও তাকে গোসল করাতে পারবে। তদ্রুপ অল্প বয়স্কা নাবালেগা মেয়ে যদি এরূপ হয় যে, তাকে দেখলে যৌন উত্তেজনা সৃষ্টি হয় না, তাহলে তার গোসলও মহিলাদের ন্যায় পুরুষরা দিতে পারবে। কিন্তু নাবালেগ ছেলে মা মেয়ের শারীরিক গঠন যদি এরূপ হয় যে, তাদের দেখলে যৌন উন্মাদনা সৃষ্টি হয়, তাহলে এরূপ ছেলেকে পুরুষরা এরূপ মেয়েকে মহিলারা গোসল করাবে। (আহকামে মাইয়েত)

❖ নারী পুরুষের গোসল ফরজ হওয়া অবস্থায় এবং নারীদের হায়েয-নেফাছ অবস্থায় মৃত ব্যক্তিকে গোসল করানো মাকরূহ। (বেহেশ্তী জেওর)

মৃত ব্যক্তিকে গোসল দানের পদ্ধতি

কাফন-দাফনের প্রয়োজনীয় সরঞ্জামাদি জোগাড় হওয়ার পর মৃতের গোসলের ব্যবস্থা করবে। এক খানা প্রশস্ত তক্তা অথবা তক্তপোষের চতুর্দিকে ৩/৫/৭ বার লোবান অথবা আগরবাতির সুগন্ধিযুক্ত ধোঁয়া দিবে তারপর মৃতকে উত্তর দিকে মাথা করে এমনভাবে শোয়াবে, যাতে মুর্দারের ডান পাশে ক্বেবলা হয়। আর যদি এভাবে শোয়াতে কোন প্রকার অসুবিধা হয়, তাহলে যেভাবে সম্ভব শোয়ালেই হবে। মৃতের শরীরে যদি গেঞ্জী, জামা বা অন্য কোন কাপড় থাকে, তাহলে তা খুলে বা কেটে ফেলবে। তারপর মৃতের নাভি থেকে হাটু পর্যন্ত একখানা মোটা কাপড় দ্বারা ঢেকে নিবে। অত:পর পরিধানের লুঙ্গি বা পায়জামা খুলে ফেলবে। মুর্দারকে ঢাকার কাপড়টি এমন মোটা হওয়া বাঞ্ছনীয়, যাতে তা ভিজে গেলেও দেহ নজরে না আসে।

গোসলদানকারীর জন্যে প্রথমেই ওজু করে নেওয়া ভাল। প্রথমেই মৃত ব্যক্তিকে এস্তেঞ্জা করাবে; কিন্তু সাবধান! এ সময় তার রান এবং মলদ্বার ইত্যাদি স্পর্শ ও দর্শন করবে না। কারণ জীবিত থাকাবস্থায় যে স্থান দেখা বা স্পর্শ করা নাজায়েয মৃত্যুর পরও সে স্থান দেখা বা স্পর্শ করা নাজায়েয। হাতে কিছু নেকরা পেঁচিয়ে বা মোজা পরে মৃতের কাপড়ের নীচে হাত ঢুকিয়ে

প্রথমে ঢিলা দ্বারা তারপর পানি দ্বারা এস্তেঞ্জা করাবে। অত:পর ওযূর অঙ্গগুলো তরতীব অনুসারে ধৌত করবে। কিন্তু এ সময় কুলি করাবার, নাকে পানি দেওয়ার এবং কব্জি পর্যন্ত হাত ধোয়াবার কোন প্রয়োজন নেই। এ ব্যাপারে অত্যন্ত লক্ষ্য রাখবে। অজ্ঞ লোকেরা না জানার কারণে অনেক সময় মৃতের গোসল দানকার্যকে বিঘ্নিত করে ফেলে। প্রথমে মুখ ধোয়াবে তারপর প্রথমে ডান হাত ও পরে বাম হাত কনুই পর্যন্ত ধোয়াবে। অত:পর মাথা মাসেহ করাবে। তারপর প্রথমে ডান পা ও পরে বাম পা ধোয়াবে। ওযূ করানোর সময় মহিলাদের মাথা এবং পুরুষের দাড়ি সাবান দিয়ে ভাল করে পরিস্কার করবে। তুলা ও নেকড়া ভিজিয়ে যদি তা মৃতের দাঁতের উপর দিয়ে ও নাকের ভিতর দিয়ে হাত ফিরিয়ে নেওয়া হয়, তবে তাও জায়েয আছে। কিন্তু যদি কেউ গোসল ওয়াজিব হওয়ার পর অথবা হায়েয নেফাস অবস্থায় মারা যায়, তবে উপরোক্ত নিয়মে নাকে ও মুখে পানি পৌঁছানো আবশ্যক এবং পানি ঢেলে পরে কাপড় বা তুলা দ্বারা শুকাইয়া নিবে। গোসল করানোর সময় মৃতের নাকে ও কানে কিছু তুলা ঢুকিয়ে দিবে, যাতে ভিতরে পানি প্রবেশ করতে না পারে। তারপর মৃতকে বাম কাতে শোয়ায়ে তার ডান পার্শ্বের শরীরের উপর ৩ বার বরৈ (কুল) পাতা সহজাত মৃদু গরম পানি ঢেলে পরিস্কার করে ধৌত করবে। এরপর আবার তাকে ডান কাতে শোয়ায়ে বাম পার্শ্বও এরূপ পানি দ্বারা ৩ বার ধৌত করবে।

গোসলের সময় দুনিয়াবী কথা-বার্তা না বলে দোয়া-দরূদ পড়তে বলা হয়েছে। নিম্নোক্ত দোয়াটির কথা হাদীসে উল্লেখ রয়েছে ঃ

غُفْرَانَكَ يَارَحْمٰنُ

উচ্চারণ ঃ গুফরানাকা ইয়া রাহমান।

গোসল শেষে গোসলদাতা মৃতের শরীরের উপরের অংশকে তার নিজের শরীরের সাথে টেক লাগিয়ে সামান্য বসাবে এবং হাত দ্বারা আস্তে আস্তে তার পেটে নীচের দিকে মৃদু চাপ দিয়ে মালিশ করবে। এতে যদি কিছু মল-মূত্র বের হয়, তবে তা কুলূখ ইত্যাদি দ্বারা মুছে শুধু সেই ময়লা ধুইয়ে দিবে। এতে ওযূ গোসল দোহ্‌রাতে হবে না। কেননা এই নাপাকী বের হওয়ার দ্বারা

মৃতের ওযূ-গোসল নষ্ট হয় না। অত:পর তাকে পুনরায় বাম কাতে শোয়ায়ে মাথা হতে পা পর্যন্ত তার পূরা শরীরে কর্পূরের পানি এমনভাবে ঢেলে দিবে যেন দেহের নীচের অংশও ভালভাবে ভিজে যায়। এবার হাতের মোজা খুলে একটা শুকনো কাপড় দ্বারা তার সমস্ত দেহকে মুছে দিবে। তারপর খাটের উপর কাফনের কাপড় বিছিয়ে মুর্দারকে স্বযত্নে গোসলের স্থান থেকে উঠিয়ে কাফনের কাপড়ের উপর শোয়ায়ে দিবে এবং নাক, কান ও মুখ থেকে তুলা বের করে দিবে। (বেহেশ্‌তী জেওর/আহকামে মাইয়েত)

❖ বরৈ পাতা পাওয়া না গেলে শুধু পানিই সামান্য গরম করে তা দ্বারা ৩ বার মৃত দেহকে ধৌত করবে। খুব বেশী গরম পানি দ্বারা গোসল দিবে না। উপরোল্লেখিত নিয়মেই মৃতকে গোসল করানোর সুন্নত তরীকা। (প্রাগুক্ত)

❖ মৃত ব্যক্তিকে এরূপ স্থানে গোসল করাবে, যাতে গোসলের পানি গড়িয়ে চতুর্দিকে না যায়। কারণ এর দ্বারা লোকজনের চলাচলের অসুবিধা হবে। তা ছাড়া যেখানে গোসল করাবে তার চতুর্পার্শ্বে একটি বড় পর্দা টানিয়ে নিবে। (প্রাগুক্ত)

❖ উপরোক্ত সুন্নত তরীকায় তিনবার না ধুয়ে যদি কেউ মাত্র একবার মৃতের সমস্ত শরীর ধুইয়ে দেয়, তবে তাতেও গোসলের ফরজ আদায় হয়ে যাবে। (বেহেশ্‌তী জেওর)

❖ মৃতের দেহ উপর থেকে পানি বর্ষণের ফলে বা অন্য কোনভাবে শরীর ভিজে গেলে এর দ্বারা গোসল আদায় হবে না। (আহকামে মাইয়েত)

❖ পানিতে ডুবে মারা গেলে মৃত দেহ পানি থেকে উঠানোর পর গোসল দেওয়া ফরজ। তবে পানি থেকে উঠানোর সময় যদি গোসলের নিয়তে তাকে একটু নাড়া-চাড়া দিয়ে উঠানো হয়, তাহলে গোসলের ফরজ আদায় হয়ে যাবে। (ফতোয়ায়ে আলমগীরী ১ম খণ্ড)

❖ মুর্দা যদি এরূপ পঁচে গলে যায় যে, তাকে ধরা ছোঁয়া যায় না, তাহলে তার উপর পানি ঢেলে প্রবাহিত করে দিলেই যথেষ্ট হবে। (প্রাগুক্ত)

❖ যদি কোন ব্যক্তি নৌযানে বা জাহাজে মারা যায়, তাহলে তাকে গোসল ও কাফন দিতে হবে এবং তার নামাযে জানাযাও পড়তে

হবে। অত:পর কোন ভারী বস্তুর সাথে বেঁধে তাকে পানিতে ছেড়ে দিতে হবে। (প্রাগুক্ত)

❖ মৃত ব্যক্তিকে গোসল করানোর পর গোসলদাতা নিজে গোসল করা মুস্তাহাব। কারণ হযরত আবু হোরাইরা (রাযিঃ) কর্তৃক বর্ণিত এক হাদীসে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন 'যে ব্যক্তি কোন মুর্দারকে গোসল করাইল, সে যেন (পরে) নিজেও গোসল করে নেয়। (ইবনে মাজাহ)

❖ লোবান, কর্পূর আতর ও আগরবাতি ইত্যাদি সুগন্ধি দ্রব্যাদি যথাসময়ে না পাওয়া গেলে সাধারণভাবেই গোসল দানের কাজ সমাধা করে ফেলবে এবং অতি দ্রুত কাফন পরিয়ে কবরস্থানের দিকে নিয়ে যাবে। (বেহেশ্‌তী জেওর)

❖ গোসল শেষে মৃতকে কাফনের কাপড়ে রেখে স্ত্রী মুর্দারের মাথায় এবং পুরুষ মুর্দারের মাথা ও দাড়িতে আতর লাগিয়ে দিবে। মৃতের কপালে, নাকে, উভয় হাতের তালুতে, উভয় হাটুতে এবং উভয় পায়ে (সেজদার স্থানসমূহে) কর্পূর মালিশ করে দিবে। অনেকে আবার ভক্তির আতিশয্যে কাফনের কাপড়ে আতর লাগিয়ে দিয়ে আতর ভেজা তুলা মৃতের কানে চেপে দেয়। এটা চরম মূর্খতা বৈকি। সাবধান! ধর্ম-কর্ম পালনের ক্ষেত্রে কখনো শরীয়তের সীমা-রেখা অতিক্রম করা ঠিক নয়। (প্রাগুক্ত)

❖ মৃতের চুল আঁচড়াবে না এবং তার নখ ও চুল কাটবে না। সবকিছুকেই নিজ নিজ অবস্থায় বহাল রাখবে। (প্রাগুক্ত)

❖ মৃতকে গোসল করানোর সময় যদি কোন প্রকার দোষ-ত্রুটি পরিলক্ষিত হয়, তবে কারো নিকট তা প্রকাশ করবে না। আল্লাহ না করুন! মৃত্যুকালে কারো চেহারা যদি বিগড়ে যায় অথবা বিবর্ণ হয়ে যায়, কালো কুৎসিত রূপ ধারণ করে, তবে তাও কাউকে অবহিত করবে না। কারণ মৃত ব্যক্তির দোষ-ত্রুটি নিয়ে পরস্পরে আলোচনা করা জায়েয নয়। হ্যাঁ, সে যদি প্রকাশ্যভাবে কোন মারাত্মক ধরনের গোনাহের কাজে লিপ্ত থাকে, যথা–নর্তকী হিসেবে নাচ-গান করা, প্রকাশ্যে যেনা-ব্যভিচার, কবর পুজা করা, মদ্যপান করা ও জুয়া খেলা ইত্যাদি, তবে তার চারিত্রিক দোষগুলোর

কথা জনসমক্ষে বলে দেওয়া এবং এ নিয়ে পরস্পরে আলোচনা করা জায়েয আছে। যাতে এ আলোচনা শুনে লোকজন এসব পাপাচার থেকে তাওবা করত: আত্মরক্ষা লাভ করতে পারে। (প্রাগুক্ত)

❖ পক্ষান্তরে মৃত ব্যক্তিকে গোসল করানোর পর যদি কোন ভাল আলামত প্রকাশ পায় যথা–দেহ উজ্জ্বল বর্ণ ধারণ করা, মুচকি হাসা ইত্যাদি, তবে তা প্রকাশ করা মুস্তাহাব। (আহকামে মাইয়েত)

❖ হাতে পায়ে নখপলিশ থাকাবস্থায় যদি কেউ মৃত্যুবরণ করে, তার নখপলিশ উঠিয়ে পরিষ্কার করা ব্যতীত তার গোসল জায়েয হবে না। আর এই কারণে তার জানাযাও হবে না। (আহকামে ঃ ৪র্থ খণ্ড)

❖ অপরিচিত বা লাওয়ারিশ কোন লাশ যদি বণ্যার পানিতে ভেসে আসে এবং তার মাঝে মুসলমান হওয়ার কোন আলামত থাকে, তাহলে তাকে মুসলমান হিসেবে গণ্য করা হবে। আর যদি মুসলমান হওয়ার কোন আলামত পাওয়া না যায়, তাহলে মুসলমান অঞ্চলে পাওয়া গেলে মুসলমান হিসেবে গণ্য করা হবে। এরূপ অবস্থায় তাকে গোসল দিতে হবে এবং জানাযার নামাযও পড়তে হবে। (প্রাগুক্ত)

❖ যদি মৃতের মুখে বাঁধানো দাঁত থাকে, যা অতি দামী এবং তা বের করা কষ্টকর হয় এবং অধিক চেষ্টার ফলে মৃতের অসম্মানী হয়, এরূপ অবস্থায় তা বের না করে যথাস্থানে রেখে দিবে। এতে গোসল বা কাফনের কোন প্রকার ক্ষতি হবে না। কারণ মালের মর্যাদা অপেক্ষা মৃতের মর্যাদা অধিক। (প্রাগুক্ত)

❖ বাচ্চা প্রসবের সময় যদি কোন প্রকার শব্দ করে বা নড়াচড়া অনুভব করা যায়, যদ্বারা জীবিত হওয়া বুঝা যায়, তখন তার নাম রাখতে হবে এবং গোসল ও জানাযা দিতে হবে। অন্যথায় তাকে কেবল একটি মাত্র কাপড়ে পেঁচিয়ে মাটির নীচে দাফন করে দিবে। এর জন্যে নামাযে জানাযা পড়তে হবে না। অপর বর্ণনায় এসেছে তাকে গোসল দিতে হবে। এটাই পছন্দনীয় মত। (প্রাগুক্ত)

❖ কোথাও কোন মৃতের শুধু মাথা বা হাত পাওয়া গেলে, তাকে গোসল দিতে হবে না, শুধু দাফন করে দিবে। অবশ্য যদি অর্ধেকের বেশী অংশ

পাওয়া যায়, তাতে চাই মাথা সহ হোক বা মাথাবিহীন হোক, তবে গোসল দিতে হবে এবং জানাযাও পড়তে হবে। (বেহেশ্‌তী জেওর)

❖ যে লাশ থেকে গোশ্‌ত ছিন্ন ভিন্ন হয়ে কেবল হাড়-হাড্ডি আর গোশ্‌তবিহীন কংকাল অবস্থায় পড়ে আছে, তার জন্যে গোসল এবং জানাযার প্রয়োজন নেই। (ইমদাদুল আহকাম)

❖ আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে যাওয়া লাশের একই হুকুম। তবে যদি অধিকাংশ দেহ নিখুঁত এবং সংরক্ষিত থাকে, তাহলে গোসল-কাফন ও জানাযা সব করে অত:পর দাফন করতে হবে। (ফতোয়ায়ে আলমগীরী)

❖ মুসলিম অমুসলিম মিশ্রিতাবস্থায় মুসলিম লাশের সংখ্যা অধিক হলে অথবা সমান হলে সকলকেই গোসল দিতে হবে। তবে ফতোয়ায়ে আলমগীরীর ভাষ্যমতে সুন্নত মোতাবেক গোসলের প্রয়োজন নেই। (ফতোয়ায়ে শামী)

তৃতীয় অধ্যায়

কাফন

কাফনের কাপড় কেমন হওয়া বাঞ্ছনীয় ঃ বিভিন্ন হাদীসের বর্ণনা মতে কাফনের কাপড় উত্তম কাপড় হওয়া উচিত। অপর এক হাদীসের বর্ণনায় সাদা কাপড়ের কথা উল্লেখিত হয়েছে। অন্য এক হাদীসে বর্ণনা করা হয়েছে, অধিক মূল্যবান কাফনের প্রয়োজন নেই। কারণ কাফনের কাপড় অতি তাড়াতাড়ি বিনষ্ট হয়ে যাবে। এ কারণে হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাযিঃ) তাকে পুরাতন কাপড়ে কাফন করার ওছীয়ত করেন।

এ জাতীয় বিভিন্ন হাদীসের আলোকে প্রমাণিত হয় যে, পাক-পবিত্র সাদা কাপড়ে কাফন করা মুস্তাহাব। তা নতুন বা পুরাতন উভয়ই হতে পারে। তবে কাফনের জন্যে অধিক ব্যায় করা ঠিক নয়। পুরুষের জন্যে রেশমের কাপড়ে কাফন করা মাকরূহ। (ইবনে সাআদ/বিদায়া/বিদায়াতুল মুজতাহিদ)

কাফনের পরিমাণ

পুরুষের কাফন ঃ মৃত ব্যক্তি যদি পুরুষ হয়, তাহলে তাকে তিন কাপড়ে কাফন পরানো সুন্নত। যথা-(১) চাদর। (২) ইজার। (৩) কোর্তা।

মেয়ে লোকের কাফন ঃ মৃত ব্যক্তি যদি মহিলা হয়, তাহলে তাকে পাঁচ কাপড়ে কাফন পরানো সুন্নত। যথা-(১) কোর্তা। (২) ইজার। (৩) ছেরবন্দ। (৪) চাদর। (৫) সিনা বন্দ।

কাপড়ের পরিমাণ ঃ ইজার-মাথা থেকে পা পর্যন্ত হতে হবে। চাদর-ইজার থেকে এক হাত লম্বা হতে হবে। আর কোর্তা গলা থেকে পা পর্যন্ত হতে হবে। কিন্তু তাতে কল্লি বা আস্তিন থাকবে না, বরং তার মাঝখান দিয়ে কিছুটা কাপড় ফেঁড়ে মাথা ঢুকিয়ে দিতে হবে। ছেরবন্দ ১ হাত চওড়া এবং তিন/চার হাত লম্বা হবে। আর ছিনাবন্দ বগলের নীচ হতে হাটু পর্যন্ত চওড়া। (নাভী পর্যন্ত হলেও জায়েয আছে)।

❖ কেউ যদি মহিলাদেরকে পাঁচ কাপড়ের স্থলে মাত্র তিনটি কাপড় তথা ইজার, চাদর ও ছেরবন্দের মাধ্যমে তাদের দেহকে আবৃত করে, তাহলে তাও জায়েয আছে এবং এতটুকু কাফনই তাদের জন্যে যথেষ্ট হবে। কিন্তু শেষোক্ত তিনটি থেকেও কমিয়ে ফেলা মাকরূহ এবং অত্যন্ত দোষনীয়। হ্যাঁ যদি একান্ত অপারগতা হয়, তাহলে বর্ণিত তিনটি থেকেও কম সংখ্যক কাপড়ে আবৃত করা জায়েয আছে। (বেহেশ্‌তী জেওর/তা'লীমুল মুআল্লিমীন)

❖ মৃত ব্যক্তি জীবদ্দশায় সাধারণত: যে মানের কাপড় পরিধান করত, তার সাথে সামঞ্জস্য রেখে তার কাফনের কাপড় ব্যবস্থা করা উচিত। (বেহেশ্‌তী জেওর)

❖ বরকতের নিয়তে কাফনের কাপড় জমজমের পানি দ্বারা ভিজিয়ে দেওয়াতে কোন ক্ষতি নেই, বরং তা বরকতেরই কারণ হবে। (প্রাগুক্ত)

❖ ঘরে পাক-পবিত্র কাপড় পাওয়া গেলে কাফনের জন্যে সে কাপড় ব্যবহার করাতেও কোন ক্ষতি নেই। (প্রাগুক্ত)

❖ জীবদ্দশায় কাফনের কাপড় প্রস্তুত করে রেখে যাওয়াতে কোন ক্ষতি নেই। তবে কবর প্রস্তুত করে যাওয়া মাকরূহ। (প্রাগুক্ত)

পুরুষকে কাফন পরানোর পদ্ধতি

প্রথম কাফনের কাপড়কে ৩/৫/৭ বার লোবান, আগরবাতি ইত্যাদি সুগন্ধি দ্বারা ধুঁয়া দিবে। তারপর তাতে মুর্দাকে কাফনাবৃত করবে। গোসল শেষ হলে চার পায়াস্থ খাটিয়া বিছিয়ে তাতে প্রথমে কাফনের চাদরটি বিছাবে, এরপর ইজার বিছাবে, এরপর কোর্তার নিম্নের অংশটি বিছিয়ে উপরের অংশটি গুটিয়ে মাথার উপরের দিকে রেখে দিবে। তারপর মুর্দারকে একখানা কাপড় দ্বারা ঢেকে আস্তে আস্তে এনে কাফনের উপর চিৎ করে শোয়ায়ে দিবে। অত:পর তার মাথা ও দাড়িতে আতর লাগাবে এবং পরে মাথা, দাড়ি ও সেজদার স্থান গুলিতে কর্পূর মেখে দিবে। তারপর কোর্তার উপরের অংশটি মাথার দিক হতে উল্টিয়ে পা পর্যন্ত আনবে এবং তাতে উপরে রাখা পুরা কাপড়টি টেনে এনে বের করে ফেলবে। এবার ইজার পরাবে প্রথমে বাম দিক হতে তারপর ডান দিক হতে উঠাবে। এমনিভাবে চাদরের বাম দিক আগে উঠাবে এবং পরে ডান দিক উঠিয়ে বাম দিকের উপর রেখে দিবে। অত:পর একটা সুতা দ্বারা কাফনের উপরে মৃতের পায়ের দিক এবং অপর একটি সুতা দ্বারা মৃতের মাথার দিক বেঁধে দিবে। কবরস্থানে লাশ নিয়ে যাওয়ার সময় লাশের উপর থেকে কাফন সরে গিয়ে কাফনাবৃত লাশ যাতে খুলে না যায়, সে জন্যে সতর্কতা স্বরূপ কোন কিছু দ্বারা মৃতের কোমর বরাবর একটা বাধঁন দেওয়া ভাল। মনে রাখতে হবে, লাশ কবরে রাখার পর সকল প্রকার বাঁধন খুলে দিতে হবে। (বেহেশ্‌তী জেওর)

মহিলাদেরকে কাফন পারানোর পদ্ধতি

কাফনের কাপড়কে ৩/৫/৭ বার সুগন্ধি ধোঁয়া দেওয়ার পর তাতে মুর্দারকে কাফনাবৃত করবে। গোসল শেষ হলে একটি খাটিয়ায় সর্বপ্রথম (নীচে) চাদর তারপর ইজার বিছাবে। অত:পর ইজারের উপর কোর্তার নীচের অংশ বিছাতে হবে। কোর্তার উপরের অংশ গুছিয়ে এনে মৃতের মাথার নিকট রেখে দিবে। অত:পর গোসলের পানি মুছে একখানা কাপড় দ্বারা ঢেকে মৃতকে আস্তে আস্তে এনে কাফনের কাপড়ের উপর চিৎ করে শোয়াবে এবং কোর্তার মাঝখানের কাটা অংশ দিয়ে মাথা ঢুকিয়ে তার মাথার

চুলগুলো দুই ভাগে ভাগ করে ডানে-বায়ে বক্ষস্থ কোর্তার উপর রেখে দিবে। এক অংশ ডান দিকে আরেক অংশ বাম দিকে। অত:পর ছেরবন্দ দ্বারা মাথা ঢেকে তথায় না বেঁধে অবশিষ্টাংশ ঐ দুই ভাগ চুলের উপর বিক্ষিপ্ত অবস্থায় রেখে দিবে। তারপর ইজার পেঁচাবে। প্রথমে মৃতের বাম দিকে পরে ডান দিকে পেঁচাবে। অত:পর ছিনাবন্দ বেঁধে চাদর পেঁচিয়ে নিবে। চাদর পেঁচানোর সময়ও প্রথমে বাম দিকে এবং পরে ডান দিকে পেঁচাবে। অত:পর উপরোল্লেখিত নিয়মে একটি পায়ের দিকে একটি মাথার দিকে এবং একটি কোমর বরাবর সুতা দ্বারা বাঁধন দিবে। (বেহেশ্‌তী জেওর)

❖ কাফনের কাপড়ে অথবা কবরের মধ্যে 'আহাদনামা' বা পীরের শাজারা অথবা অন্য কোন দোয়া কালাম বা দরূদ ওযীফা লিখে রাখা বা কাফনের কাপড়ের উপর বা মৃতের সীনার উপর কালি বা কর্পূর ইত্যাদি দ্বারা কোন কালেমা বা দোয়া কালাম লিখে দেওয়া জায়েয নেই। অবশ্য ক্বাবা শরীফের গিলাফ যাতে কোন কিছু লেখা নেই, তা বরকতের জন্যে সংগে দেওয়া জায়েয আছে; এতে কোন ক্ষতি নেই। (প্রাগুক্ত)

❖ যদি কোন ছোট ছেলে মারা যায় এবং তার গোসল ও কাফন পরানোর জন্যে মহিলাদের প্রয়োজন হয়, তাহলে উপরোক্ত নিয়মেই তার গোসল সম্পাদন করতে হবে এবং কাফন পরাতে হবে। পার্থক্য শুধু এতটুকুই যে, মহিলাদের ক্ষেত্রে পাঁচটি এবং পুরুষের ক্ষেত্রে তিনটি কাপড় পরাবে। উপরে যা সবিস্তারে বর্ণিত হল। (প্রাগুক্ত)

❖ পুরুষদের কাফনের বেলায় যদি শুধুমাত্র দু'টি কাপড় তথা ইজার ও চাদর থাকে এবং কোর্তা না থাকে, তাতেও কোন ক্ষতি নেই। এ দু'টি কাপড়েই যথেষ্ট হবে। কিন্তু দু'টির চেয়ে কম হলে তা মাকরূহ হবে। অবশ্য একান্ত অপারগ ও নিরুপায় হলে তাও মাকরূহ হবে না। (প্রাগুক্ত)

❖ এ পর্যন্ত আলোচনায় এ কথাই বুঝা গেল যে, মহিলাদের কাফনের ক্ষেত্রে পাঁচটি কাপড়ের স্থলে কেবলমাত্র দু'টি কাপড় এবং পুরুষদের কাফনের বেলায় তিনটি কাপড়ের স্থলে কেবলমাত্র দু'টি কাপড় হলেও তা জায়েয হবে। অতএব কাফনের সবগুলো কেনার মত যাদের সামর্থ ও

স্বচ্ছলতা নেই, তারা মহিলা ও পুরুষদের কাফনের ক্ষেত্রে যথাক্রমে ৩টি ও ২টি কাপড়ের উপরই কাফনকার্য সম্পন্ন করবে। সাবধান! মানুষের নিন্দা-ভর্ৎসনার কথা ভেবে অথবা লোক ভয়ে ঋণ করে কাফনের অতিরিক্ত কাপড় ক্রয় করে তারা যেন কিছুতেই মসীবতে না পড়ে। (প্রাগুক্ত)

❖ কেবলমাত্র উপরে উল্লেখিত কাপড়গুলোই মৃতের 'কাফন' হিসেবে পরিগণিত হবে। এ ছাড়া লাশবাহী খাটলীকে যে চাদর দ্বারা ঢাকা হয়, তা কিছুতেই কাফনের কাপড় বলে গণ্য হবে না। পুরুষ এবং নাবালেগা মেয়েদের লাশবাহী খাটলীকে এরূপ চাদর দ্বারা ঢেকে রাখা জরুরী নয়। তবে লাশের উপর যদি সূর্যের প্রচন্ড তাপ লাগে কিংবা লাশবাহী খাটলীকে চাদরাবৃত করার বিশেষ কোন প্রয়োজন দেখা দেয়, তাহলে ঘর থেকে নিজেদের ব্যবহারকৃত চাদর এনে তা খাটলীর গায়ে জড়িয়ে দিবে। লাশ দাফন শেষে এই চাদরটি পূর্বের মতই স্বাভাবিকভাবে ব্যবহার করবে। তা ব্যবহারে কোনরূপ সংকোচ বোধ করবে না। চাদরটিকে কোন অবস্থাতেই অশুভজনক কিংবা কুলক্ষণে মনে করবে না। অন্যথায় মারাত্মক গোনাহ হবে। বালেগা মেয়েদের বেলায় তা ছাড়া পুরুষদের বেলায় খাটলীর উপর উন্নতমানের শাল অথবা সুনির্দিষ্ট রং বা সুনির্দিষ্ট ফুলের চাদর জড়িয়ে দেওয়া বেদ'আত এবং অত্যন্ত মুর্খতাপূর্ণ কাজ। (প্রাগুক্ত)

❖ কোথাও কোথাও দেখা যায়, যুবতী মেয়ে অথবা নব বিবাহিতা বধু মৃত্যুবরণ করলে তার লাশকে লাল চাদর অথবা বোটা ও জরীর চাদর দ্বারা আবৃত করা হয়, এটাও জায়েয নয়। (প্রাগুক্ত)

❖ অনেকে মৃত ব্যক্তির ব্যবহারকৃত জামা-কাপড় অত্যন্ত অলক্ষী ও অমঙ্গলজনক বলে মনে করে। অথচ তারাই মৃত ব্যক্তির ত্যাজ্য সম্পত্তি এবং তার নগদ টাকা-পয়সা অলংকারাদি দখল করার জন্যে পাগলপারা হয়ে যায়। শোক-কান্না সাঙ্গ হওয়ার পূর্বেই তারা মৃত ব্যক্তির তালাবদ্ধ ধন-ভান্ডারের চাবি সংগ্রহে ছুটে চলে। উদ্ভ্রান্তের মত মৃত ব্যক্তির সাকুল্য সম্পদ কুক্ষিগত করতে উদ্যত হয়। জানা নেই মৃত ব্যক্তির ধন-সম্পদ দখল করা তাদের নিকট কিভাবে বরকতময় মনে হয়। অথচ শরীয়তের দৃষ্টিতে

সংশ্লিষ্ট উত্তরাধিকারীদের মাঝে মৃতের ত্যাজ্য সম্পদ বন্টন করার পূর্বে ব্যক্তিগতভাবে তা ব্যয় করা বা ভোগ করা কারো জন্যে জায়েয নেই।

❖ পুরুষদেরকে রঙ্গীন কাপড়ে কাফন দেওয়া মাকরূহ।

❖ মৃত ব্যক্তিকে কাফন পরানোর সময় যদি কিছু মল-মুত্র বের হয়, তা ধুয়ে পরিষ্কার করে দেয়াই যথেষ্ট। এর দ্বারা ওযূ এবং গোসল দোহ্রানোর প্রয়োজন নেই। (আহকাম ঃ ৪র্থ খণ্ড)

❖ কাফন পরানোর পর যদি কোন নাপাকী দেখা যায়, ধৌত করা জরুরী নয়। চাই মুর্দারের শরীরে হোক চাই কাফনে হোক। তা ধৌত করা ব্যতীত জানাযার নামায পড়া জায়েয আছে। এটা তখনি যখন নাপাকী মুর্দার শরীর হতে বের হবে। কিন্তু নাপাকী যদি অন্য স্থান হতে কাফনে অথবা মুর্দারের শরীরে লাগে, তবে তা ধৌত করা জরুরী। ধৌত করা ছাড়া জানাযার নামায জায়েয হবে না।

❖ যার কোন সম্পদ নেই বরং নিঃস্ব তার কাফন দেওয়া ঐ বক্তির উপর ওয়াজিব, যার উপর তার খাওয়া-পরা ওয়াজিব ছিল। কিন্তু ইমাম মোহাম্মদ (রাহঃ)-এর মতে স্বামীর উপর স্ত্রীর কাফন দেওয়া ওয়াজিব নয়। আর ইমাম আবু ইউসুফ (রাহঃ)-এর মতে স্বামীর উপর স্ত্রীর কাফন দেওয়া ওয়াজিব। যদিও স্ত্রী সম্পদ রেখে যায়। ফতোয়া এর উপরই। (ফতোয়ায়ে আলমগীরী ১ম খণ্ড)

❖ কারো মৃত্যুর পর যদি তার সন্তানাদি বালেগ এবং নাবালেগ উভয় প্রকার বিদ্যমান থাকে, তাহলে বালেগ মৃত ব্যক্তির ত্যাজ্য সম্পত্তি থেকে শুধুমাত্র সুন্নত অনুযায়ী দাফন-কাফনের খরচাদি গ্রহণ করতে পারবে। অতিরিক্ত খরচ যথা খানাপিনা ও অন্যান্য খাতে তা খরচ করতে পারবে না। এমনকি তাদের নাবালেগ ভাই বোনদের বিয়ে-শাদীর জন্যেও খরচ করতে পারবে না। (ফতোয়ায়ে দারুল উলূম ঃ ৫ম খণ্ড)

❖ যদি কোন মহিলা প্রসব বেদনায় মৃত্যুবরণ করে এবং তার বাচ্চাও পেটের ভিতর মারা যায়, কিন্তু ধাত্রীর অনভিজ্ঞতার দরুন বাচ্চার একটি হাত বাইরে চলে আসে; এরূপ অবস্থায় বাচ্চা বের করে মৃতকে কষ্ট দেওয়ার প্রয়োজন নেই। অন্যান্য মৃত মহিলার অনুরূপ তাকেও কাফন পরিয়ে নিবে।

তবে বাচ্চা যদি জীবিত থাকে, তখন মৃত মহিলার বাম দিকে পেট কেটে বাচ্চাটি বের করতে হবে। আর যদি মহিলাটি জীবিত থাকে এবং বাচ্চা মৃত হয়, তাহলে এরূপ ক্ষেত্রে অভিজ্ঞ ধাত্রী তার হাত ভিতরে প্রবেশ করিয়ে অঙ্গগুলো পৃথক পৃথকভাবে বের করে আনবে। (ফতোয়ায়ে আবদুল হাই)

❖ মুর্দারের কপালে আঙ্গুল দ্বারা 'বিসমিল্লা' লেখা জায়েয আছে। (ফতোয়ায়ে আবদুল হাই)

অবশিষ্ট কাফন

কাফনের অবশিষ্ট কাপড় ইমাম মুয়াজ্জিন অথবা গরীব-মিসকিনদের দেয়ার প্রচলন রয়েছে। এ সম্পর্কে শরীয়তের বিধান অনুসরণ করা একান্ত প্রয়োজন। বিশেষত: মৃত ব্যক্তির পরিত্যক্ত সম্পদ থেকে কাফনের কাপড়ের ব্যবস্থাপনা করা হয়ে থাকলে অবশিষ্ট কাপড় উত্তরাধিকারীদের হক বিধায় তাদের মাঝে বন্টন করে দেওয়া আবশ্যক। তবে উত্তরাধিকারীরা একমত হয়ে খুশী মনে দান করার ইচ্ছা করলে করতে পারে। তবে উত্তরাধিকারীদের মধ্যে এতীম এবং পাগল থাকলে, তাদের সম্মতিক্রমেও দান করা যাবে না। বরং তাদের অংশ তাদের জন্যে সংরক্ষণ করে রেখে দিতে হবে। যদি কোন ধর্মভীরু ব্যক্তি স্ব-প্রণোদিত হয়ে একাই কাফনের কাপড়ের ব্যবস্থা করে থাকেন, তাহলে অবশিষ্ট কাপড় তার হক। সুতরাং তার নিকট ফেরৎ দিতে হবে। সে তাঁর ইচ্ছায় যা করার করবেন। আর যদি চাঁদার মাধ্যমে কাফনের ব্যবস্থা করা হয়ে থাকে, তাহলে অবশিষ্ট কাপড় চাঁদা দাতাগণকে ফেরৎ দিতে হবে। যদি ফেরৎ দেওয়া সম্ভব না হয়, তাহলে গরীব মিসকিনদের মাঝে দান করে দিতে হবে। (দুর্‌রে মুখতার, শামী)

❖ কারো কবর খুলে গেলে অথবা যে কোন কারণে লাশ বের হয়ে গেলে এমতাবস্থায় লাশের উপর যদি কাফনের কাপড় না থাকে, তাহলে পুনরায় সুন্নত তরীকায় কাফন পরাতে হবে। আর লাশ যদি ফেটে যায়, তাহলে কোন কাপড় দ্বারা কোনভাবে জড়িয়ে দিলেই হবে। সুন্নত তরীকায় কাফন পরানোর প্রয়োজন নেই। (বেহেশ্‌তী জেওর)

❖ যে শহরে মৃত্যুবরণ করেছে, মৃতকে সে শহরেই কাফন-দাফন করতে হবে। অন্যত্র স্থানান্তরিত করা যাবে না। কেননা সংশ্লিষ্ট স্থান থেকে অন্যত্র স্থানান্তরিত করতে গিয়ে অধিকাংশ ক্ষেত্রে লাশ ফুলে যায় এবং তার থেকে দুর্গন্ধ বেরিয়ে আসে। ফলে লোকজন তার প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়ে পড়ে। শর'য়ী দৃষ্টিকোণ্ থেকেও তা জায়েয নয়, বরং এটা একটা শরীয়ত বিরোধী কাজ। তবে হ্যাঁ, সংশ্লিষ্ট স্থান থেকে ১/২ মাইল দূরবর্তী স্থানে লাশ স্থানান্তরিত করাতে কোন অসুবিধা নেই। (বেহেশ্‌তী জেওর)

চতুর্থ অধ্যায়
জানাযা
জানাযা বহন করার ফযীলত

❖ বিশিষ্ট সাহাবী হযরত আবু হোরাইরা (রাযিঃ) কর্তৃক বর্ণিত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি ঈমানের গুণাবলী ও সওয়াবের নিয়তে জানাযার সাথে গমন করে জানাযার নামায আদায় করল এবং মৃতের দাফন কাজে অংশগ্রহণ করল, সে যেন সওয়াবের দু'টি 'কিরাত' নিয়ে সেখান থেকে প্রত্যাবর্তন করল। (একেকটি কিরাত ওহুদ পাহাড় সমতুল্য)। আর যে ব্যক্তি শুধু জানাযার নামাযে অংশগ্রহণ করল, সে যেন সওয়াবের একটি কিরাত লাভ করল। (বুখারী, মুসলিম)

❖ অন্য এক হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, যে ব্যক্তি জানাযার খাটিয়ার চার কোন বহন করবে, তার এমন চল্লিশটি গোনাহ ক্ষমা করে দেওয়া হবে, যা ছগীরাসমূহের মধ্যে পাহাড়। (বেহেশ্‌তী জেওর)

❖ অপর এক হাদীসে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, তোমরা জানাযা খুব দ্রুত বহন করে নিয়ে যাবে। যদি সে নেককার হয়, তাহলে 'কবর' তার জন্যে একটি উত্তম মঞ্জিল, যেখানে তোমরা তাকে দ্রুত হেটে পৌঁছে দিচ্ছ। আর যদি সে নেককার না হয়, তাহলে সে তোমাদের উপর একটি বোঝা স্বরূপ। যথাসম্ভব তাড়াদাড়ি তোমরা তাকে কাঁধ হতে নামিয়ে ফেলবে। (বুখারী, মুসলিম)

নামাযে জানাযা পড়ানোর হকদার কে?

❖ জানাযায় মুসলিম রাষ্ট্রপ্রধান উপস্থিত থাকলে তিনিই নামাযে জানাযার ইমামতীর হকদার। তাঁর অবর্তমানে যদি তার কোন প্রতিনিধি, প্রতিনিধির অবর্তমানে বিচারপতি, তার অবর্তমানে তার প্রতিনিধি উপস্থিত থাকলে তারা হবেন ইমামতীর হকদার। যদি তাদের তুলনায় অধিক নেককার লোক উপস্থিত থাকে, তবুও তারাই ইমামতির হকদার। কিন্তু যদি তারা বে-নামাযী হয় এবং ইমামতের ব্যাপারে অজ্ঞ হয়, ফাসেকী এবং বেদাতী কাজে লিপ্ত থাকে, তাহলে তারা ইমামতী করবে না। অন্যের দ্বারা ইমামতী করাবে। এরূপ অবস্থায় তাদের ইমামতী মাকরূহ বলে গণ্য হবে।

(কাফন-দাফনের মাসলা-মাসায়েল)

❖ এরপর মৃতের ওলী বা পরিবার-পরিজনের মধ্যে মহল্লাহর ইমাম অপেক্ষা অধিক নেককার লোক না থাকলে ইমাম সাহেব ইমামতীর হকদার গণ্য হবেন। ইমাম সাহেবের আপরগতায় ওলীর অনুমতিক্রমে যে কোন লোকের ইমামতীতে নামাযে জানাযা অনুষ্ঠিত হতে পারে। (প্রাগুক্ত)

❖ শরীয়ত যাদেরকে ইমামতীর হকদার সাব্যস্ত করেছে, তাদের অনুমতি ব্যতীত ইমামতের ওছীয়ত পালন করা আবশ্যক নয়। অবশ্য তারা সম্মত হয়ে ওছীয়ত অনুযায়ী ইমাম নিযুক্ত করতে পারেন। (প্রাগুক্ত)

❖ ওলীর অনুমতি ব্যতীত যদি এরূপ কেউ নামাযে জানাযা পড়ে ফেলে যার ইমামতের হক নাই, তাহলে এমতাবস্থায় ওলীর জন্যে পুনরায় নামাযে জানাযা পড়ার অধিকার থাকে। এরূপ অবস্থায় দাফনকার্য সমাধা হয়ে গেলেও লাশ ফেটে অথবা পঁচে যাওয়ার পূর্ব পর্যন্ত ওলীর জন্যে কবরে নামাযে জানাযা পড়ার অনুমতি রয়েছে। ওলী কর্তৃক নামাযে জানাযা আদায়ের পর পুনরায় নামাযে জানাযা পড়া শরীয়ত সম্মত নয়। কেননা ওলীর অনুমতি এবং অংশগ্রহণ করার কারণে নামাযে জানাযার ফরজে কেফায় আদায় হয়ে যায়। সুতরাং পুনরায় আদায় করলে নফলের অন্তর্ভুক্ত গণ্য হবে। আর নফল নামাযে জানাযার বিধান নেই। (প্রাগুক্ত)

❖ জানাযা তৈরী হওয়ার পর ওছীয়ত করা ইমামের জন্যে নামাযে জানাযা বিলম্ব করা অথবা ওছীয়ত পূরণার্থে হকদারগণের সম্মতি ব্যতিরেকে নাহকদারদের দ্বারা ইমামত করানো; এর কোনটিই ঠিক নয়। নিকটতম ওলীর অনুমতি ব্যতীত ইমামতের হকদার যে কারো ইমামতিতে নামাযে জানাযা অনুষ্ঠিত হলে পুনরায় নামাযে জানাযার অনুমতি নেই। (প্রাগুক্ত)

❖ স্ত্রীর ওলী না থাকাবস্থায় জানাযার বেলায় স্বামী উত্তম। অত:পর বেগানা হিসেবে প্রতিবেশী উত্তম। (ফতোয়ায়ে আলমগীরী)

❖ মৃত মহিলার যদি স্বামী থাকে এবং ঐ স্বামীর ঔরষে তার কোন বালেগ জ্ঞানসম্পন্ন ছেলে সন্তানও থাকে, তখন ঐ ছেলেই ওলী হবে, স্বামী নয়। তবে ছেলের জন্যে পিতার অগ্রগামী হওয়া মাকরূহ। তাই তার জন্যে উচিত হবে পিতাকে আগে বাড়িয়ে দেওয়া এবং অগ্রাধিকার দেওয়া। পক্ষান্তরে ছেলে যদি এই স্বামীর ঔরষজাত না হয়, তাহলে সে নিজে অগ্রবর্তী হওয়াতে কোন অসুবিধা নেই। কেননা এ অবস্থায় সে নিজেইতো মায়ের ওলী। এ ক্ষেত্রে মায়ের স্বামীর সম্মান তার উপর ওয়াজিব নয়।

❖ কোন মহিলার নামাযে জানাযায় স্বামী ও পিতা উভয়ে উপস্থিত থাকা অবস্থায় নামায পড়ানোর ক্ষেত্রে পিতার অনুমতি অগ্রগণ্য। পিতা নিজে নামায পড়াবে অথবা অন্য কাউকে অনুমিত প্রদান করবে।

জানাযার জামাত

❖ নামাযে জানাযার জামাত শর্ত নয়; একাকী জানাযার নামায আদায় করলেও আদায় হয়ে যাবে। তবে জামাতের সাথে নামাযে জানাযা আদায় করা সুন্নত এবং উত্তম। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামাযে জানাযা জামাতের সাথে আদায় করার নির্দেশ প্রদান করেছেন। তবে বিশেষ কারণে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নামাযে জানাযা জামাতের সাথে পড়া হয়নি। কিন্তু উম্মতকে তিনি পড়ার নির্দেশ প্রদান করে গেছেন বিধায়, তা জামাতের সাথেই আদায় করা উচিত। (কাফন-দাফনের মাসলা-মাসায়েল)

❖ নামাযে জানাযা জুতা খুলে পড়া উচিত। অবশ্য দাঁড়ানোর স্থান এবং জুতা পাক হলে, জুতা পায়ে রেখে নামায আদায় করলে নামায হয়ে যাবে।

যদি দাঁড়ানোর স্থান পাক এবং জুতা নাপাক হয়, তাহলে জুতা পায়ে রেখে নামায আদায় করলে নামায হবে না। (প্রাগুক্ত)

❖ জুতা খুলে জুতার উপর দাঁড়িয়ে নামায আদায়ের ইচ্ছা করলে জুতার উপরিভাগ পাক হওয়া শর্ত। যদি পায়ের সাথে লাগা জুতার উপরিভাগ পাক হয়, আর নীচের ভাগ ও দাঁড়ানোর স্থানও নাপাক হয়, তথাপি জানাযার নামায হয়ে যাবে। (প্রাগুক্ত)

❖ নামাযে জানাযা দাঁড়িয়ে আদায় করা ফরজ। সুতরাং শর'য়ী কোন ওজর না থাকলে আরোহন অবস্থায় বা বসে বসে আদায় করলে আদায় হবে না। এ নামাযের জন্যে আযান ইকামত, কেরাত, রূকু, সেজদা ইত্যাদি নেই। কেবল দোয়া দুরূদ পাঠ করতে হয়। (প্রাগুক্ত)

একাধিক লাশের জানাযা

❖ যদি একাধিক মুর্দার জানাযার জন্যে একত্রিত হয়, তাহলে পৃথক পৃথকভাবে নামাযে জানাযা আদায় করাই উত্তম। তাদের মধ্যে যে অধিক নেককার বলে মনে হয় তার নামাযে জানাযা আগে আদায় করা ভাল। তবে সকলের নামাযে জানাযা এক সাথে আদায় করলেও আদায় হয়ে যাবে। এমতাবস্থায় সকল মাথা একদিকে এবং পা অপর দিকে করে নিবে, যাতে ইমাম সাহেব সকলের সীনা বরাবর দাঁড়াতে পারেন। এভাবে দাঁড়ানো সুন্নত। (ফতোয়ায়ে শামী)

❖ যদি লাশ বিভিন্ন ধরনের হয়, যথা–নারী পুরুষ এবং ছোট বাচ্চাদের লাশ এক সাথে হয়, তাহলে পুরুষের লাশ ইমামের সম্মুখে অত:পর ছোট বাচ্চাদের অত:পর বয়স্কা মহিলাদের অত:পর নাবালেগা মেয়েদের লাশ রাখবে। (আল-মাবসূত)

জানাযার নামায

অন্যান্য নামাযের ন্যায় জানাযার নামায আদায়কারীর জন্যেও পবিত্রতা অর্জন করা, সতর ঢাকা ক্বেবলামুখী হওয়া, নিয়ত করা ইত্যাদি শর্ত। তবে পার্থক্য শুধু এতটুকু যে, অন্যান্য নামাযের ন্যায় জানাযার নামাযের জন্যে কোন নির্দিষ্ট সময় শর্ত নয়। তা ছাড়া ওযূ করে আসতে বিলম্ব হওয়ার কারণে

জানাযার জামাআত ছুটে যাওয়ার আশংকা হলে তায়াম্মুম করে জানাযার নামাযে শরীক হওয়া জায়েয আছে। অথচ অন্যান্য নামাযে এ সুযোগটুকু নেই, বরং জামাত না পাওয়া গেলেও ওযূ করেই নামায আদায় করতে হবে।

❖ জানাযার নামাযে দু'টি কাজ করা ফরজ যথা ঃ

এক–চার তাকবীর বলা এবং প্রত্যেক তাকবীরকে এক এককে রাকাতের স্থলাভিষিক্ত মনে করা।

দুই–দাঁড়িয়ে নামায আদায় করা। অন্যান্য ফরজ ও ওয়াজিব নামাযে যেমন দাঁড়িয়ে নামায পড়া ফরজ এবং বিনা ওজরে তা বর্জনা করা যায় না, ঠিক তেমনি জানাযার নামাযেও দাঁড়ানো বা কিয়াম করা ফরজ।

❖ জানাযার নামাযে ৩টি বিষয় সুন্নত যথা ঃ

(১) হাম্‌দ বা আল্লাহর প্রশংসা করা।

(২) রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর দরূদ পাঠ করা।

(৩) মৃত ব্যক্তির জন্যে দোয়া করা।

জানাযার নামাযের নিয়ম ঃ জানাযার নামাযের সুন্নত ও মুস্তাহাব তরীকা হল, মৃতকে সকলের সামনে রেখে ইমাম তার সীনা বরাবর দাঁড়াবে। জানাযার পড়ার সময় সামনে কোন কবর বা কবরস্থান থাকলে অনেকে জানাযার নামাযে শরীক হয় না। তারা জানাযার নামাযকে পাঁচ ওয়াক্তের নামাযের সাথে তুলনা করে, জানাযার নামায থেকে বিরত থাকে। অথচ এটা ভিত্তিহীন কথা। সামনে কবর থাকলেও জানাযার নামায পড়া জায়েয আছে। এতে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই। সামনে মৃত ব্যক্তির লাশ থাকলে এরপর যদি অন্য কোন কবরও থাকে, তাহলে সেখানে সন্দেহ পোষণের কী আছে? একটু আগেইতো আমরা বলে এসেছি যে, জানাযার নামায মৃতের ওলীর অনুমতি ব্যতীত পড়া হলে লাশ ফেটে যাওয়ার আশংকা বোধ হওয়ার পূর্বক্ষণ পর্যন্ত তার কবরের উপর নামাযে জানাযা পড়তে পারবে। তবে কথা হচ্ছে, জানাযার নামায আদায়কালে ঐ কবরের কথা ভাবতে পারবে না, বরং মৃত ব্যক্তির মাগফিরাতের কথা বেশী বেশী স্মরণ করবে। তা ছাড়া রুকু সেজদাওয়ালা নামাযের ক্ষেত্রে কবরকে সামনে রেখে বা ডানে-বায়ে রেখে নামায পড়া কোন অবস্থাতেই জায়েয হবে না।

অত:পর সকলেই নিয়ত করবে। নিয়ত করা শর্ত। আরবীতে যদি বিশুদ্ধভাবে নিয়ত করা সম্ভব হয়, তাহলে আরবীতে করবে। অন্যথায় আরবীতে নিয়ত করা আবশ্যক নয়। বাংলাতে করলেও হয়ে যাবে। নিয়ত মনে মনে সংকল্প করলেই হয় শব্দ উচ্চারণ করার প্রয়োজন নেই। তবে কেউ উচ্চারণ করলে নিষেধ নেই। নিয়ত এতটুকু করলেই হবে যে 'আমি ইমামের পিছনে চার তাকবীরের সাথে ক্বিবলামুখী হয়ে জানাযার নামায আদায় করছি।' অত:পর তাকবীরে তাহ্‌রীমার ন্যায় কান পর্যন্ত দুই হাত উঠিয়ে একবার আল্লাহু আকবার বলে অন্যান্য নামাযের ন্যায় হাত দু'টি বেঁধে নিবে। অত:পর সানা অর্থাৎ এই দোয়া পড়বে ঃ

سُبْحَانَكَ اللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالٰى جَدُّكَ
وَجَلَّ ثَنَاءُكَ وَلَا اِلٰهَ غَيْرُكَ

অত:পর পুনরায় একবার আল্লাহু আকবার বলবে কিন্তু হাত উঠাবে না। অত:পর দরূদ শরীফ পড়বে। উল্লেখ্য যে, নামাযে যে দরূদ পড়া হয়, তাই পড়া উত্তম। দরূদ শরীফ ঃ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ
وَعَلٰى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ اَللّٰهُمَّ بَارِكْ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ
مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ وَعَلٰى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ

অত:পর একবার আল্লাহু আকবার বলবে; কিন্তু এবারও হাত উঠাবে না। অত:পর মৃত ব্যক্তির জন্যে দোয়া করবে। মৃত ব্যক্তি যদি বালেগ পুরুষ বা বালেগা মেয়ে হয়, তাহলে এই দোয়া পড়বে ঃ

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِحَيِّنَا وَمَيِّتِنَا وَشَاهِدِنَا وَغَائِبِنَا وَصَغِيْرِنَا
وَكَبِيْرِنَا وَذَكَرِنَا وَاُنْثَانَا اَللّٰهُمَّ مَنْ اَحْيَيْتَهٗ مِنَّا فَاَحْيِهٖ عَلَى
الْاِسْلَامِ وَمَنْ تَوَفَّيْتَهٗ مِنَّا فَتَوَفَّهٗ عَلَى الْاِيْمَانِ

মৃত ব্যক্তি যদি নাবালেগ ছেলে হয়, তবে এ দোআ পড়বে ঃ

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْهُ لَنَا فَرَطًا وَّاجْعَلْهُ لَنَا اَجْرًا وَّذُخْرًا وَّاجْعَلْهُ لَنَا شَافِعًا وَّمُشَفَّعًا

মৃত ব্যক্তি যদি নাবালেগা মেয়ে হয়, তবে এ দোআ পড়বে ঃ

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْهَا لَنَا فَرَطًا وَّاجْعَلْهَا لَنَا اَجْرًا وَّذُخْرًا وَّاجْعَلْهَا لَنَا شَافِعَةً وَّمُشَفَّعَةً

দোআ পড়া শেষে করে একবার 'আল্লাহু আকবার' বলবে, কিন্তু এবারও হাত উঠাবে না। তারপর অন্যান্য নামাযের মত উভয় দিকে সালাম ফিরিয়ে নামায শেষ করবে। উত্তম হচ্ছে উভয় দিকে সালাম ফিরানোর পর হাত ছেড়ে দেওয়া। যদি সালাম ফিরানোর পূর্বে অথবা এক সালামের পর হাত ছেড়ে দেয়, তবুও জানাযার নামায আদায় হয়ে যাবে। মনে রাখতে হবে যে, জানাযার নামাযে আত্তাহিয়্যাতু এবং ক্বেরাত পড়তে হয় না। অথচ অন্যান্য নামাযে তা পড়া একান্ত জরুরী। (বেহেশ্তী জেওর/আহকামে মাইয়্যেত)

❖ জানাযার নামাযের উপরোক্ত দোয়া-দরূদ যাদের জানা নেই, তারা অতি তাড়াতাড়ি তা শিখে নিবে। কারণ জানাযার দোয়া-দরূদ না জানা একজন মুসলমানের জন্যে অত্যন্ত লজ্জাস্কর ব্যাপার। তবে না জানা অবস্থায় তাকবীর বলে এতটুকু পড়ে নিবে ঃ

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মাগফিরলিল মু'মিনীনা ওয়াল মু'মিনাত।

❖ জানাযার নামাযে ইমাম এবং মুক্তাদী উভয়ের নামাযের বাহ্যিক রূপ এক ও অভিন্ন। পার্থক্য শুধু এই যে, ইমাম তাকবীর ও সালাম সজোরে আদায় করবে আর মুক্তাদীরা তা চুপে চুপে পড়ে নিবে। এছাড়া জানাযার নামাযের অবশিষ্ট আমল তথা সানা পড়া, দরূদ শরীফ পড়া এবং মাইয়্যেতের জন্যে দোআ করা- এ তিনটি কাজ উভয়েই আস্তে আস্তে পালন করবে।

❖ জানাযার নামাযে অংশগ্রহণকারীদের জন্য তিনটি কাতারে বিভক্ত হয়ে দাঁড়ানো মুস্তাহাব। এমন কি সর্বমোট লোক সংখ্যা যদি সাতজনও হয় তবু একজনকে ইমাম বানিয়ে প্রথম কাতারে তিনজন, দ্বিতীয় কাতারে দুইজন এবং তৃতীয় কাতারে একজন দাঁড়িয়ে তিন কাতার করে নামায পড়বে। (বেহেশ্তী জেওর)

❖ যে সকল কারণে অন্যান্য নামায ফাসেদ হয়ে যায়, সেসব কারণে জানাযার নামাযও ফাসেদ হয়ে যায়। পার্থক্য শুধু এতটুকু যে, অন্যান্য নামাযে অট্টহাসি হাসলে ওযূ পর্যন্ত নষ্ট হয়ে যায়, কিন্তু জানাযার নামাযে অট্টহাসি দিলে বা শব্দ করে হাসলেও ওযূ নষ্ট হয় না। (প্রাগুক্ত)

❖ পাঁচ ওয়াক্ত নামায, জুমআর নামায অথবা ঈদের নামায আদায় করার লক্ষ্যে যে সকল মসজিদকে নির্মাণ করা হয়েছে, সেসব মসজিদে জানাযার নামায পড়া জায়েয নয়। মৃত লাশকে চাই মসজিদের ভিতরে রাখা হোক বা বাইরে রাখা হোক। অবশ্য যে মসজিদকে কেবল জানাযার নামায পড়ার জন্যেই বানানো হয়েছে, তাতে জানাযার নামায পড়লে তা মাকরূহ হবে না। (প্রাগুক্ত)

❖ কোন ব্যক্তি যদি এসে দেখে যে ইমাম সাহেব কয়েক তাকবীর পড়ে ফেলেছে, তবে সে অন্যান্য নামাযের ন্যায় তৎক্ষণাৎ নামাযে শরীক হতে পারবে না। সে একটু অপেক্ষা করে ইমাম যখন পুনরায় তাকবীর বলবে, তখন সেও তাকবীর বলে জামাতে শরীক হবে। আর এটাই হবে তার তাকবীরে তাহরীমা। ইসলামী আইনের পরিভাষায় এরূপ ব্যক্তি মাসবূক বলে গণ্য হবে। ইমাম নামায শেষ করার পর তৎক্ষণাৎ সে তার অনাদায়কৃত তাকবীরসমূহ আদায় করে নিবে। তাকবীর আদায়কালে কোন দোআ পড়বে না। আর কেউ এসে যদি দেখে যে, ইমাম চতুর্থ তাকবীর বলে ফেলেছে, তবে কালবিলম্ব না করে সে তৎক্ষণাৎ তাকবীর বলে জামাতে শরীক হয়ে যাবে এবং অনাদায়কৃত তাকবীরগুলো এক এক করে পড়ে নিবে। এ সময় তাকে কোন দোআ পড়তে হবে না। (প্রাগুক্ত)

❖ ইমাম সাহেব জানাযার নামাযে চার তাকবীরের স্থলে যদি পাঁচ তাকবীর বলে ফেলে, তাতে নামায নষ্ট হবে না। ইমাম মুক্তাদি উভয়ের নামায হয়ে যাবে। কিন্তু মুক্তাদিগণ পঞ্চম তাকবীরে ইমামের অনুসরণ না করে বরং চুপ করে থাকবে। অত:পর ইমাম যখন সালাম ফিরাবে, তখন তারাও সালাম ফিরাবে। (আহকামে মাইয়েত)

❖ কোন ব্যক্তি যদি জানাযার নামাযে ইমামের সাথে শরীক হওয়ার পর অন্যমনস্ক হওয়ার কারণে ইমামের সাথে তাকবীর না বলে অথবা নিয়ত পড়তে গিয়ে তাকবীর বলতে বিলম্ব হয়ে যায়, এরূপ অবস্থায় তৎক্ষণাৎ তাকবীর বলে নিবে। ফিকাহ্‌বিদগণের মতানুযায়ী সে ইমামের দ্বিতীয় তাকবীরের অপেক্ষা করবে না। কেননা সে নামাযের জন্যে প্রস্তুত ছিল। কাজেই তাকে নামাযে শরীক বলে গণ্য করতে হবে। (ফতোয়ায়ে আলমগীরী ১ম খণ্ড)

❖ কোন ব্যক্তি ইমামের সাথে প্রথম তাকবীর বলেছে কিন্তু দ্বিতীয় ও তৃতীয় তাকবীর বলেনি। এমতাবস্থায় সে ছুটে যাওয়া তাকবীর দু'টি বলে ইমামের সাথে শেষ তাকবীর বলবে। (প্রাগুক্ত)

❖ ইমাম যদি ভুলে তিন তাকবীর বলে সালাম ফিরিয়ে দেয়, তাহলে মুক্তাদীগণ চতুর্থ তাকবীর বলে সালাম ফিরাবে। (প্রাগুক্ত)

❖ পথে বা অন্যের জমিতে নামাযে জানাযা পড়া মাকরূহ। (প্রাগুক্ত)

❖ যে শিশুর পিতা অথবা মাতা মুসলমান, তাকে মুসলমান হিসেবে গণ্য করা হবে এবং তার মৃত্যু হলে তার নামাযে জানাযা পড়তে হবে।

গায়েবানা জানাযা

গায়েবানা জানাযা হয় না। রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবদ্দশায় অনেক সাহাবা বিভিন্ন স্থানে এবং দূরবর্তী স্থানে মৃত্যুবরণ করেছেন এবং শহীদ হয়েছেন; এতে তিনি দুঃখ-ভারাক্রান্ত হয়েছেন, সমবেদনা জ্ঞাপন করেছেন, অশ্রু ঝরিয়েছেন; কিন্তু কারো জন্যে গায়েবানা জানাযা আদায় করেননি। সাহাবা, তাবেয়ীন এবং তাবে তাবেয়ীন থেকেও গায়েবানা জানাযার কোন প্রমাণ নাই।

হাবশার বাদশাহ নাজ্জাশী এবং কতিপয় সাহাবার থেকে গায়েবানা জানাযার কথা পাওয়া যায়। কিন্তু একেতো এতসব সাহাবাগণের মোকাবিলায় কয়েকটি বিচ্ছিন্ন ঘটনা কোন প্রমাণ হতে পারে না। দ্বিতীয়ত: এর বিশেষ কারণ রয়েছে, যে সকল কারণ বিশ্লেষণ করলে ঐ সকল ঘটনা দ্বারা গায়েবানা জানাযার বৈধতা প্রমাণিত হয় না। এর জন্যে বিশদ ব্যাখ্যার প্রয়োজন। আমরা এই পুস্তকের ক্ষুদ্র পরিসরে সেই ব্যখ্যায় যাব না। তবে কোন কোন মাজহাবে বিশেষ শর্তের সাথে গায়েবানা জানাযা জায়েয থাকলেও মালেকী এবং হানাফী মাজহাবে গায়েবানা জানাযার মোটেও অনুমতি নেই। বিশেষ করে যে মৃতের একবার জানাযা হয়েছে, তার জন্যে গায়েবানা জানাযাতো কোন মাজহাবেই অবকাশ নেই। (কাফন-দাফনের মাসলা-মাসায়েল)

❖ জানাযার নামাযের জন্যে লাশ সম্মুখে রেখে দীর্ঘ ওয়াজ-নসীহত ও রাজনৈতিক বক্তৃতা ঠিক নয়। অবশ্য মৃত্যু, কবর, হাশর ইত্যাদির প্রতি মানুষকে উদ্বুদ্ধ করার উদ্দেশ্যে সংক্ষিপ্ত কিছু কথা বলা বা নামাযের জরুরী মাসআলা মাসায়েল সংক্ষিপ্তভাবে বর্ণনা করা যেতে পারে। কোন স্থানে দেখা যায়, লাশ সম্মুখে রেখে উপস্থিত লোকদেরকে প্রশ্ন করা হয় 'লোকটি কেমন ছিল?' লোকেরা বলে ভাল ছিল। আর এর দ্বারা মৃত ব্যক্তি ক্ষমা পেয়ে যাবে বলে ধারণা করা হয়। অথচ শরীয়তে এর কোন ভিত্তি-প্রমাণ নেই। (প্রাগুক্ত)

লাশ বহনের সুন্নত তরীকা

মৃত ব্যক্তি যদি কোন দুগ্ধপায়ী শিশু হয়, তাহলে তাকে হাতে হাতে কবর পর্যন্ত নিয়ে যাবে। অর্থাৎ প্রথমে এক ব্যক্তি তার উভয় হাতের উপর লাশটিকে উঠিয়ে কবরের দিকে নিয়ে যাবে। কিছু দূর যাওয়ার পর সে আরেকজনের হাতে লাশটিকে হস্তান্তর করবে। এভাবে কবরে পৌঁছার পূর্ব পর্যন্ত এ হস্তান্তরধারা অব্যাহত থাকবে। (আহকামে মাইয়েত)

❖ মৃত ব্যক্তি যদি বড় ছেলে বা মেয়ে হয়, তাহলে খাটিয়ার উপর রেখে তা বহন করে কবর পর্যন্ত নিয়ে যাবে। লাশ উঠানোর সময় মাথা সামনের দিকে থাকবে। খাটিয়াকে চার ব্যক্তি মিলে বহন করে নিয়ে যাবে। তারা

চারজন খাটিয়ার একেকটি পায়া (হাতল)কে উঠিয়ে তা তাদের কাঁধের উপর উঁচু করে ধরে রাখবে। অন্যান্য আসবাবপত্র বহন করে নেওয়ার মত খাটিয়ার হাতলগুলো কাঁধের উপর ছেড়ে দিয়ে তা কাঁধের সঙ্গে চেপে রাখা মাকরূহ। এমনিভাবে মৃত লাশকে কোন পরিবহণ বা আরোহীর উপর বহন করে কবরে নিয়ে যাওয়াও মাকরূহ। তবে ওজর থাকলে কোন ক্ষতি নেই। (প্রাগুক্ত)

❖ দু'টি লাঠি বা বাঁশের মাঝখানে মৃতের লাশকে শোয়ায়ে সামনে-পিছনে দুইজনে ধরাধরি করে নিয়ে যাওয়া মাকরূহ। তবে যদি কোন ওজর থাকে, যথা– পথ এত সরু ও চিকন হয় যে, খাটের উপর লাশ নিয়ে চার জন সুন্নত অনুযায়ী পথ চলতে পারছে না, তাহলে এরূপ অবস্থায় উপরোক্ত নিয়মে বহন করে নিয়ে যাওয়া জায়েয আছে। (প্রাগুক্ত)

❖ মৃত লাশকে দ্রুতগতিতে কবরের দিকে নিয়ে যাওয়া সুন্নত। কিন্তু তাই বলে এত অধিক দ্রুতগতিতে হাঁটবে না, যাতে লাশ নড়াচড়া করতে থাকে এবং লাশের গায়ে কম্পন সৃষ্টি হয়।

❖ মৃত ব্যক্তি যদি প্রতিবেশী অথবা নিকটতম আত্মীয়-স্বজন অথবা দ্বীনদার কোন ব্যক্তি হয়, তাহলে তার জানাযার সাথে কবর পর্যন্ত যাওয়া নফল নামায অপেক্ষা উত্তম। (ফতোয়ায়ে আলমগীরী)

❖ লাশের সাথে গমনকারীরা লাশের পিছনে পিছনে হাটা মুস্তাহাব। তবে সামনে হাটাও জায়েয আছে। লাশ পিছনে রেখে অনেক দূর চলে আসা অথবা সকল সহযাত্রী লাশ পিছনে ফেলে সামনে চলে আসা মাকরূহ। তদ্রূপ লাশের আগে আগে কোন যানবাহনে চড়ে গমন করাও মাকরূহ। (প্রাগুক্ত)

❖ লাশের সাথে গমনকারীদের লাশের ডানে-বামে হাটা ঠিক নয়।

❖ লাশের সাথে গমনকারীদের জন্যে উচ্চস্বরে কোন দোয়া-কালাম যিকির-আযকার করা মাকরূহ। (প্রাগুক্ত)

❖ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন জানাযার সাথে গমন করতেন, তখন নীরব থাকতেন এবং মনে মনে মৃত্যুর কথা চিন্তা করতেন।

❖ মহিলাদের জন্যে জানাযার সাথে গমন করা মাকরূহে তাহরীমি। (ফতোয়ায়ে আলমগীরী)

❖ যারা লাশের সাথে গমনকারী নয়, এমনিতেই পথে বসে রয়েছে এবং লাশের সাথে গমন করার ইচ্ছাও তাদের নেই, তাদের জন্যে লাশ দেখে দাঁড়িয়ে যাওয়া ঠিক নয়।

❖ লাশের সাথে গমনকারীদের জন্যে লাশ কাঁধ থেকে নামানোর পূর্বে বসে পড়া মাকরূহ। তবে কোন অসুবিধা থাকলে বসে পড়াতে ক্ষতি নেই।

❖ লাশের সাথে গমনকারী কারো জন্যে জানাযার নামায আদায় না করে ফিরে আসা ঠিক নয়। তবে জানাযার নামায আদায় করার পর সাথীদের থেকে অনুমতি নিয়ে আসতে পারবে। দাফন শেষ হওয়ার পর অনুমতি নেওয়ার প্রয়োজন নেই। (আহকামে মাইয়েত)

❖ বিশেষ প্রয়োজনে অপর কারো দ্বারা পারিশ্রমিকের বিনিময়েও লাশ বহন করানো যেতে পারে। (ফতোয়ায়ে আলমগীরী)

পঞ্চম অধ্যায়

দাফন

❖ মৃত ব্যক্তিকে দাফন করা ফরজে কেফায়া এবং বোগলী কবর খনন করা সুন্নত। বোগলী কবর হচ্ছে, পূর্ণ কবরটি খনন করার পর ক্বিবলার দিকে একটি গর্ত খনন করা এবং মুর্দারকে তাতে রাখা, যেন তা একটি ছাদ বিশিষ্ট কামরার মত হয়।

❖ আর সিন্ধুকী কবর হচ্ছে প্রথমে দুই হাত গভীর মাটি উঠিয়ে তার মাঝখানে উপরে বর্ণিত লাশের মাপ অনুসারে কবর খনন করা। তবে সিন্ধুকী কবর অপেক্ষা বোগলী কবরই উত্তম। কিন্তু মাটি নরম হওয়ার ফলে কবর ধ্বসে পড়ার আশংকা হলে বোগলী কবর খনন করা ঠিক নয়।

❖ রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নত ছিল এই যে, তিনি গভীর করে বোগলী কবর প্রস্তুত করাতেন এবং লাশের মাথা ও পায়ের দিকে কিছুটা ফাঁকা জায়গা রাখতেন।

❖ বোগলী কবরে লাশ শোয়ানোর পর ভিতরের অংশকে কাঁচা ইট দ্বারা বন্ধ করে দেওয়া ভাল। পাকা ইট বা কাঠ দ্বারা বন্ধ করা মাকরূহ। তবে মাটি ধ্বসে পড়ার আশংকা হলে পাকা ইট বা কাঠ দ্বারাও বন্ধ করা জায়েয আছে।

❖ যদি কবরের মাটি নরম হওয়ায় বা অন্য কোন কারণে বোগলী কবর করা না যায়, তবে মোর্দারকে একটি কাঠের বা পাথরের সিন্ধুকের ভিতর রেখে সিন্ধুকটি মাটির গার্তের মধ্যে দাফন করে দেওয়া জায়েয আছে। আর এরূপ সিন্ধুকের ভিতর দাফন করতে হলে, সিন্ধুকের ভিতর নীচে কিছু মাটি বিছিয়ে দেওয়া এবং উপরের কাঠটি ভিতরের দিক দিয়ে মাটি দ্বারা লেপে দেওয়া উচিত। আগুনের স্পর্শ দ্বারা নির্মিত লৌহ ইত্যাদির সিন্ধুকে কবর দেওয়া মাকরূহ।

লাশ কবরে নামানো

❖ লাশ ক্বেবলার দিক থেকে কবরে নামাবে। যারা লাশ নীচে নামিয়ে কবরে রাখবে, তারা ক্বেবলামুখী হয়ে দাঁড়াবে অত:পর লাশকে খাটিয়া থেকে হাতে করে কবরে নামাবে।

যারা কবরে নামবে তাদের সংখ্যা জোড় বা বেজোড় হওয়াতে কোন ক্ষতি নেই। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তাঁর কবর শরীফে চার জন ধরে নামিয়েছিল।

লাশ কবরে নামানোর সময় এই দোয়া পড়া মুস্তাহাব ঃ

بسم الله وعلى ملة رسول الله

উচ্চারণ ঃ বিসমিল্লাহি ওয়াআলা মিল্লাতি রাসূলিল্লাহি।

❖ লাশ কবরে রেখে তাকে (তার) ডান দিকে কাত করে শোয়ায়ে লাশ ক্বেবলামুখী করে দেওয়া সুন্নত। শুধু চেহারা ক্বেবলামুখী করে দেওয়াই যথেষ্ট নয়, বরং সমস্ত দেহ কাত করে ক্বেবলামুখী করে দিতে হবে। তার সহজ পদ্ধতি হচ্ছে এই যে, লাশটিকে পূর্ব দিকের দেয়ালে ঠেস দিয়ে ডান কাতে শোয়ালেই চেহারা ও সিনা পশ্চিমমুখী থাকবে।

(বেহেশ্‌তী জেওর/তা'লীমুল মুআল্লিমীন)

❖ যে নেকড়া বা ফিতা বা কাপড়ের টুকরা দ্বারা কাফনাবৃত লাশটিকে সতর্কতা স্বরূপ বাঁধা হয়েছিল, লাশ কবরে রাখার পর সেসব বাঁধন খুলে দিতে হবে। আর এই বাধঁনের লক্ষ্য উদ্দেশ্য যেহেতু অর্জিত হয়ে গেছে, তাই বাঁধন খুলে সেই নেকড়া বা ফিতাকেও কবরের বাইরে নিয়ে আসা উত্তম। (বেহেশ্‌তী জেওর)

❖ মেয়েদের লাশ কবরে রাখার সময় পর্দা করে নেওয়া মুস্তাহাব। কিন্তু মৃত ব্যক্তির শরীর যদি প্রকাশ হয়ে যাওয়ার আশংকা দেখা দেয়, তাহলে পর্দা করে নেওয়া ওয়াজিব।

❖ পুরুষের লাশ কবরে রাখার সময় পর্দা করার প্রয়োজন নেই। তবে বৃষ্টি বা শিলা বৃষ্টি বা অতিরিক্ত রৌদ্র-তাপের কারণে পর্দা করা জায়েয।

❖ কবরে মাটি দেওয়ার মুস্তাহাব তরীকা হচ্ছে, প্রথমে মৃতের মাথার দিক থেকে মাটি দিতে শুরু করবে এবং প্রত্যেকে উভয় হাতে মাটি দিবে। ১ম বার মাটি দেওয়ার সময় পড়বে مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ (অর্থাৎ আল্লাহ বলেন, মাটি হতেই আমি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছি।) ২য় বার মাটি দেওয়ার সময় পড়বে وَفِيْهَا نُعِيْدُكُمْ (এবং মাটিতেই তোমাদেরকে ফিরিয়ে নিব) ৩য় বার মাটি দেওয়ার সময় পড়বে وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرٰى এবং মাটি হতেই আমি পুনরায় তোমাদেরকে উঠাব। (আহকামে মাইয়েত)

❖ কবরে মাটি ভরাটের সময় হযরত ইবনে ওমর (রাযিঃ) থেকে আরো একটি দোয়া বর্ণিত হয়েছে ঃ

اللهم اجرها من الشيطن ومن عذاب القبر اللهم جاف الارض عن جنبيها وصعد روحها ولقها منك رضوانا اللهم اسلمه اليك الاهل والمال والعشيرة وذنبه عظيم فاغفرله

অর্থ ঃ হে আল্লাহ! তাকে শয়তান এবং কবরের আযাব থেকে রক্ষা করুন। তার দুই পার্শ্বের জমীনকে প্রশস্ত করে দিন। তার আত্মাকে উঠান এবং আপনার সন্তুষ্টি দ্বারা সৌভাগ্যশীল করুন। হে আল্লাহ! সে

পরিবার-পরিজন, সহায়-সম্পদ এবং আত্মীয়-স্বজনকে আপনার হস্তে ন্যাস্ত করেছে, তার গোনাহ বিরাট, তাই আপনি তাকে ক্ষমা করুন।

(কাফন-দাফনের মাসলা-মাসায়েল)

দাফন ও কবর সম্পর্কিত অন্যান্য মাসায়েল

❖ দাফনের পর কিছুক্ষণ সময় কবরের নিকট অবস্থান করা এবং মৃতের আত্মার মাগফিরাত কামনা করা ও মৃতের রূহের প্রতি ঈসালে সওয়াবের উদ্দেশ্যে কুরআন তেলাওয়াত করা মুস্তাহাব।

❖ রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং সাহাবায়ে কেরাম (রাযিঃ) লাশ সমাধিস্ত করার পর কবরের পাশে দাঁড়িয়ে দোয়া করতেন যেন মৃত ব্যক্তি মুনকার-নকীরের প্রশ্নের জবাব সঠিকভাবে দিতে পারে। এ বিষয়ে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অন্যদেরকে উৎসাহিত করতেন।

হযরত ওসমান (রাযিঃ) বর্ণনা করেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দাফনের পর কিছুক্ষণ কবরের নিকট অবস্থান করে দাফনকৃত ব্যক্তির জন্যে মাগফিরাত এবং রহমত কামনা করতেন এবং বলতেন ঃ

استغفروا لاخيكم واسئالوا الله له التثبت فانه الان يسأل

অর্থাৎ তোমরা তোমাদের ভাইয়ের জন্যে মাগফিরাত কামনা করো। কারণ এখন তাকে প্রশ্ন করা হবে। সে যেন দৃঢ়পদ হয় সে জন্যে আল্লাহর নিকট প্রার্থনা কর।

(কাফন-দাফনের মাসলা-মাসায়েল)

❖ দাফনের পর মৃত ব্যক্তির শিয়রে দাঁড়িয়ে সূরা বাকারার শুরু থেকে 'মুফলিহুন' পর্যন্ত এবং পায়ের দিকে দাঁড়িয়ে 'আমানার রাসূলু' থেকে শেষ পর্যন্ত পাঠ করা মুস্তাহাব।

(বেহেশ্‌তী জেওর)

❖ কবরের উপরিভাগ চতুষ্কোণ বানানো মাকরূহ। তবে বিঘৎখানেক উঁচু করে উটের পিঠের ন্যায় মাঝখানে উঁচু এবং দুই দিকে ঢালু করে দেওয়া মুস্তাহাব।

(প্রাগুক্ত)

❖ মাটি দ্বারা কবরের উপরিভাগ বন্ধ করার পর এর উপরে সামান্য পানি ছিঁটিয়ে দেওয়া মুস্তাহাব। সাহেবজাদা ইব্রাহীমের কবরে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পানি ছিটিয়ে দেন, যাতে কবরের মাটি বসে যায়।

❖ কবরের মাটি সংরক্ষণের জন্যে উপরে খাট, ডাল-পালা ইত্যাদি দিয়ে রাখাও জায়েয আছে, যাতে হিংস্র প্রাণী ঢুকে না যায়, এবং কবরের কোন ক্ষতি না করে। এ উদ্দেশ্যে চতুর্দিকে বেড়া দেওয়া যেতে পারে। তবে উপরে চাদর বিছিয়ে রাখা বা কবরের উপর পুষ্পস্তবক অর্পণ করা বেদ'আত।

❖ লাশ দাফন করার পর পুনরায় লাশ কবর থেকে উত্তলন করা জায়েয নয়। তবে কারো হক নষ্ট হওয়ার আশংকা দেখা দিলে যথা—অন্য কারো জমীনে জোর করে দাফন করা হয়েছিল কিন্তু এখন তার অনুমতি পাওয়া যাচ্ছে না অথবা দাফনের সময় ভুলক্রমে কারো আসবাব-পত্র কবরের ভিতর রয়ে গিয়েছিল। এমতাবস্থায় পুনরায় কবর খোলা যাবে বা লাশ অন্যত্র সারানো যাবে।

❖ একাধিক ব্যক্তিকে একই কবরে সমাধিস্ত করা ঠিক নয়। তবে বিশেষ প্রয়োজনের ক্ষেত্রে একাধিক ব্যক্তিকেও একই কবরে সমাধিস্ত করা জায়েয আছে। এরূপ পরিস্থিতিতে পুরুষকে ক্বেবলার দিকে শোয়াবে এবং তার পিছনে ছেলে শিশুদের, তার পিছনে হিজলাকে, তার পিছনে মহিলাকে শোয়াবে এবং মুর্দারের মাঝে কিছু মাটি দ্বারা আড়াল করে দিবে।

❖ লাশ গলে মাটি হয়ে যাওয়ার পর যখন মৃতের হাড়-মাংশ ইত্যাদির কোন অস্তিত্ব না থাকে, তখন ঐ কবরে অন্য মুর্দাকে দাফন করা অথবা তার উপর বাড়ী-ঘর বানানো জায়েয আছে।

কবরে তালকীন করা

মুমূর্ষু অবস্থায় তালক্বীনের কথা ইতিপূর্বে আলোচনা করা হয়েছে। মৃত ব্যক্তিকে সমাধিস্ত করার পর কবরে তালক্বীনের কথা অনেকেই অস্বীকার করেছেন। তবে হাদীস এবং সাহাবাগণের আমলের আলোকে কবরে তালকীন করার অবকাশও রয়েছে বলে মনে হয়।

মৃত্যুর পর দাফনকার্য সমাপ্ত হওয়ার পর আত্মার সম্পর্ক স্থাপিত হয় বিধায় এ মুহূর্তে তালক্বীন তার জন্যে অত্যন্ত উপকারী হতে পারে। তবে তালক্বীনের সময় বেদআত ইত্যাদি হয় বিধায় কেউ কেউ এটাকে নিষেধ করেছেন।

(কাফন-দাফনের মাসলা-মাসায়েল)

কবরকে সম্মুখে রেখে দোয়া

তবে কবরের পাশে দাঁড়িয়ে অথবা কবরকে সম্মুখে রেখে হাত তুলে দোয়া-প্রার্থনা করা ঠিক নয়, বরং কবর থেকে একটু দূরে সরে মোনাজাত করবে। নিকটতম কোন কবরকে সম্মুখে না করে ক্বেবলামুখী হয়ে হাত তুলে দোয়া করা যায়। কিন্তু আমাদের দেশের লোকেরা মাসআলা না জানার ফলে কবরকে ঘিরেই দোয়া করতে শুরু করে দেয়। এরূপ করা উচিত নয়।

কবরে লেখা

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহেবজাদা ইব্রাহীম এবং হযরত ওসমান ইবনে মাজউন (রাযিঃ)-এর কবরে পরিচিতি স্বরূপ পাথর রেখে দিয়েছিলেন। সুতরাং বিশেষ প্রয়োজনের তাগিদে চিহ্ন স্বরূপ নাম, সন, তারিখ লিখে রাখা যেতে পারে। কিন্তু অহংকার প্রকাশ পায়; এমন কিছু লেখা জায়েয নেই। ঠিক তেমনিভাবে কুরআনের আয়াত, হাদীস, কালেমা, দোয়া-দুরূদ ইত্যাদি পাথরে অংকন করা কবরের দেয়ালে লেখা বা ফলকে লিপিবদ্ধ করে কবরে ধারণ করার ব্যাপারে হাদীসে কঠোরভাবে নিষেধ করা হয়েছে। এমনিভাবে কোন প্রশংসা বাক্য এবং কবিতা লিখে রাখাও জায়েয নেই।

❖ মৃত ব্যক্তিকে মুসলমানদের সাধারণ কবরস্থানে দাফন করা সুন্নত। নির্দিষ্ট কোন স্থানে দাফন করা মাকরূহ। আলেম ও বুযুর্গ ব্যক্তিগণকে মাদ্‌রাসা, মসজিদ অথবা কোন বিশেষ স্থানে দাফন করা এখন ব্যাপক একটি ব্যাধি হয়ে দাঁড়িয়েছে। ফুকাহায়ে কেরাম এটাকে নিষেধ করেছেন। এমনকি সমাজের পথনির্দেশনা দানকারী ওলামায়ে কেরামের জন্যে এ মর্মে ওছীয়ত করে যাওয়া জরুরী যে, মৃত্যুর পর তাকে যেন সাধারণ কবরস্থানে সমাধিস্থ করা হয়।

❖ কাউকে নিজের ঘরের মধ্যে দাফন করা যাবে না। চাই সে বয়সে বড় হোক বা ছোট হোক। কেননা ঘরের মধ্যে দাফন করা হচ্ছে একমাত্র নবী-রাসূলগণের বৈশিষ্ট্য।

❖ কবরকে এক বিঘৎ হতে উঁচু করা এবং চুনা-সুরকি দিয়ে পাকা করা ও মাটি দিয়ে এর উপর প্রলেপ দেওয়া মাকরূহ।

কবরের উপর সৌন্দর্য প্রদর্শনের জন্যে বা অন্য যে কো কারণে গম্বুজ, স্তম্ভ বা পাকাঘর বানানো হারাম।

আত্মীয়-পরিজনের ধৈর্যধারণ এবং শোক প্রকাশ

হযরত আবু হোরাইরা (রাযিঃ) কর্তৃত বর্ণিত হাদীসে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন 'আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন, যখন আমি কোন ঈমানদার বান্দা এবং প্রিয়জনকে উঠিয়ে নেই, তখন যদি লোকেরা পুণ্যের আশায় ধৈর্যধারণ করে, তাহলে এর বিনিময়ে আমার নিকট জান্নাত ব্যতীত আর কিছু নেই।'

অন্যত্র রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, কোন ঈমানদারের জন্যে বৈধ নয়, কারো মৃত্যুতে ৩ দিনের অধিক শোক পালন করা। তবে মহিলাগণ তাদের স্বামীর ইন্তেকালে চার মাস দশ দিন শোক পালন করবে।

শোক-সন্তপ্ত পরিবারের প্রতি সহানুভূতি

মৃত ব্যক্তির পরিবারবর্গকে সান্ত্বনা প্রদানের জন্যে পর পর ৩ দিন তাদের গৃহে গমন করা মুস্তাহাব। কারণ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন 'যে ব্যক্তি কোন বিপদগ্রস্ত ব্যক্তিকে সান্ত্বনা প্রদান করবে, সে ঐরূপ পুণ্যের অধিকারী হবে, যেরূপ ঐ বিপদগ্রস্ত ব্যক্তি অধিকারী হয়েছে। কাজেই মৃত ব্যক্তির আত্মীয়-স্বজনকে ধৈর্য ধারনের ফযীলত এবং এর বিনিময়ে অফুরন্ত সওয়াব লাভের কথা শুনিয়ে তাদেরকে ধৈর্যধারনের ব্যাপারে উৎসাহিত করা এবং মৃত ব্যক্তির জন্যে মাগফিরাত কামনা করা জায়েয উপরন্তু এটা অনেক বড় সওয়াবের কাজ। কিন্তু যিনি সান্ত্বনা প্রদান করবেন বা যাদেরকে সান্ত্বনা প্রদান করা হবে তাদের কেউ যদি প্রবাসে থাকে এবং ৩ দিন পর প্রবাস থেকে ফিরেন, তাহলে এমতাবস্থায় ৩ দিন পরও সান্ত্বনা ও সহানুভূতি প্রদানে কোন অসুবিধা নেই।

মৃত ব্যক্তির ঘরে খাবার পাঠানো

মৃত ব্যক্তির প্রতিবেশী ও দূর সম্পর্কীয় আত্মীয়-জ্ঞাতীদের পক্ষ থেকে এক দিন এক রাতের খাবার পাঠানো মুস্তাহাব। যদি তারা খেতে না চায়, তবে বারবার বলে খাওয়াতে হবে।

হযরত আবদুল্লাহ বিন জাফর (রাযিঃ) বর্ণনা করেন, আমার পিতা হযরত জা'ফর বিন আবী তালেব (রাযিঃ)-এর শাহাদাতের সংবাদ আসার পর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করলেন 'জা'ফরের পরিবার-পরিজনের জন্যে খাবার ব্যবস্থা করা হোক। কেননা, (শাহাদাতের সংবাদ আসার পর) এখন তারা খাবার তৈরীর দিকে মনোনিবেশ করতে পারবে না।'

কবর জিয়ারত ও দোআ

কবর জিয়ারত করলে মৃত্যুর কথা স্মরণ হয়, মন নরম হয় এবং গোনাহের কাজ ও দুনিয়ার মায়া-মহাব্বত থেকে মন ওঠে গিয়ে আখেরাতের দিকে ধাবিত হয়।

হযরত আবদুল্লাহ বিন মাসউদ (রাযিঃ) বর্ণনা করেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, আমি তোমাদেরকে কবর জেয়ারত করতে নিষেধ করেছিলাম। এখন কবর জেয়ারত করতে অনুমতি প্রদান করছি। তোমরা কবর জিয়ারত করবে। কেননা এর উপকারিতা এই যে, এর দ্বারা দুনিয়ার প্রতি নিরুৎসাহ এবং আখেরাতের ফিকির সৃষ্টি হয়।

❖ পুরুষদের জন্যে কবর যিয়ারত করা মুস্তাহাব। সপ্তাহে অন্তত: একদিন কবর যিয়ারত করা উচিৎ। প্রতি শুক্রবার কবর যিয়ারত করা উত্তম।

❖ ওলীআল্লাহগণের কবর জেয়ারত করার উদ্দেশ্যে ভ্রমণ করাও জায়েয আছে। তবে আক্বীদা ও বিশ্বাস এবং কবর জিয়ারতের আনুসাঙ্গিক ব্যাপারে যেন শরীয়ত বিরোধী কোন কাজ প্রকাশ না হয়, সে দিকে সবিশেষ দৃষ্টি রাখতে হবে। যেমন আজকাল ওরস ইত্যাদিতে যা হতে দেখা যাচ্ছে।

❖ শবে বরাতে কবরস্থানে গিয়ে কবরবাসীদের জন্যে মাগফিরাতের দোয়া করা সুন্নত বলে প্রমাণিত।

❖ কবর স্থানে যেয়ে বা যে কোন কবর সামনে পড়লে এই বলে সালাম ও দোয়া করবে ঃ

اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ يَاأَهْلَ الْقُبُوْرِ يَغْفِرُ اللّٰهُ لَنَا وَلَكُمْ اَنْتُمْ سَلَفُنَا وَنَحْنُ بِالْاَثَرِ

অর্থ ঃ হে কবরবাসীগণ! তোমাদের প্রতি শান্তি বর্ষিত হোক। আল্লাহ তা'আলা তোমাদের মাগফিরাত দান করুন। তোমরা আমাদের অগ্রগামী হয়েছ, আর আমরা তোমাদের পিছনে আসছি।

❖ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদীনায় কতিপয় কবর অতিক্রম কালে উল্লেখিত বাক্যসমূহ দ্বারা কবরবাসীগণকে সালাম করেছিলেন।

সালাম করার পর সূরায়ে ফাতেহা, সূরায়ে এখলাস, সূরায়ে তাকাসুর, সূরা বাকারার প্রথম তিন আয়াত ও শেষের চার আয়াত এবং পবিত্র কুরআনের অন্য যে কোন সূরা বা আয়াত মুখস্থ থাকলে তা পাঠ করে ১১ বার দরূদ শরীফ পড়ে মৃতদের উপর সওয়াব বখশে দিবে।

মহিলাদের কবর যিয়ারত

অনেক ওলামায়ে কেরাম মহিলাদের কবর যিয়ারত করাকে সম্পূর্ণ নাজায়েয বলেছেন। তবে এ ব্যাপারে সঠিক মাসআলা হল যুবতী মেয়েদের জন্যে কবর যিয়ারত করা জায়েয নেই। বৃদ্ধা মহিলারা শর্তসাপেক্ষে কবর যিয়ারত করতে পারবে। যেমন—কোন মাহ্‌রাম ব্যক্তির সাথে শর'য়ী পর্দা রক্ষা করে যেতে হবে। ভীড়ের মাঝে যেতে পারবে না এবং নিরিবিলি সময়ে যেতে হবে। তবে মহিলাদের জন্যে কবর যিয়ারতের জন্যে না যাওয়াই উচিত। কারণ তাদের মধ্যে ধৈর্যশক্তি কম থাকায় সেখানে গিয়ে তারা বিলাপ আহাজারী বা হায়-হুতাশ করতে পারে।

বর্তমানে আমাদের দেশের মহিলারাতো দল বেঁধে ওরস, দরগাহ ও মাজারে যাতায়াত করে। এটি কোন অবস্থাতেই জায়েয নেই। কেননা এ সমস্ত মহিলারা সেখানে গিয়ে কুফরী ও শিরকী কর্ম ছাড়া আর কিছুই করে না। এমনকি নামাযের কথাও তাদের স্মরণ থাকে না এবং নারী পুরুষ একত্রে মিলে মিশে অবৈধ নর্তন-কুর্দন ও ঢলাঢলি করেই পূরো সময়টা কাটিয়ে দেয়।

❖ হযরত ইবনে আব্বাস (রাযিঃ) এবং হযরত হাসান ইবনে সাবেত (রাযিঃ) বর্ণনা করেন 'রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কবর যিয়ারতকারী মহিলাদের উপর অভিসম্পাত করেছেন।

আমাদের দেশের কবর যিয়ারত সম্পর্কে অসংখ্য কু-সংস্কার প্রচলিত রয়েছে যথা–

❖ ক্বেবলার দিকে পিঠ করে কবরের দিকে রোখ করে দোয়া-কালাম পাঠ করা হয়, যা শরীয়ত বিরোধী।

❖ যখন কোন মাজারে প্রবেশ করে তখন মাজারের দিকে রোখ করে প্রবেশ করে আর যখন বের হয়, তখন মাজারের দিকে রোখ করে পিছন হেঁটে বের হয়। অথচ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রওযা শরীফেও এমনভাবে পিছনের দিকে হেঁটে আসতে হয় না।

❖ আমাদের দেশের এক শ্রেণীর মানুষ মাজার যিয়ারত করতে গিয়ে মাজারে কপাল ঠেকিয়ে সেজদা করে। অথচ কবরে সেজদা করা সম্পূর্ণ শিরিক।

❖ হযরত আয়েশা (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন মৃত্যু শয্যায় শায়িত তখন বলেছেন, ইয়াহুদ এবং খৃষ্টানদের উপর আল্লাহ অভিসম্পাত করেছেন, কারণ তারা তাদের নবীদের কবরকে সেজদার স্থান বানিয়েছিল।

❖ অপর এক হাদীসে হযরত জুনদুব (রাযিঃ) বর্ণনা করেন, আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, তোমাদের পূর্বেকার উম্মতেরা তাদের নবী ও নেককার বান্দাদের কবরকে সেজদার স্থানে পরিণত করত। সাবধান! তোমরা আমার কবরকে সেজদার স্থান বানিয়ো না। আমি তোমাদেরকে এই গর্হিত কাজ থেকে বারণ করে যাচ্ছি। (মুসলিম, মেশকাত)

❖ ফাইজুল কালাম নামক কিতাবে রয়েছে, কোন মহিলা যখন কবর যিয়ারত করতে যাওয়ার ইচ্ছা করে, তখন ঐ মহিলা আল্লাহ ও তাঁর ফেরেশ্‌তাদের অভিসম্পাদের শিকার হয়। অত:পর যখন সে এই উদ্দেশ্যে স্বীয় ঘর থেকে বের হয়, তখন তার চতুর্দিকে শয়তান লেগে যায়। অত:পর যখন সে কবরের নিকটবর্তী হয়, তখন মৃত ব্যক্তির আত্মা তার উপর অভিশাপ দিতে থাকে। এমনিভাবে সে স্বীয় গৃহে প্রত্যাবর্তন করার পূর্ব পর্যন্ত তার উপর আল্লাহর অভিশাপ নিপতিত হতে থাকে। (ফাইজুল কালাম)

❖ হাদীসে এসেছে যে মহিলা কবরস্থানের দিকে যিয়ারতের উদ্দেশ্যে গমন করে, তার উপর সপ্ত আকাশ এবং সপ্ত জমীনের ফেরেশ্‌তাগণ অভিশাপ বর্ষণ করতে থাকে এবং ঐ মহিলা আল্লাহর অভিশাপের মধ্য দিয়ে চলতে থাকে। পক্ষান্তরে যে মহলিা স্বীয় গৃহে মৃত ব্যক্তির জন্যে দোয়া-প্রার্থনা করবে, আল্লাহ তা'আলা তাকে একটি হজ্জ ও একটি ওমরা করার সওয়াব প্রদান করবেন। (প্রাগুক্ত)

❖ হযরত আতা ইবনে ইয়াছার (রাযিঃ) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ বলে দোয়া করেছেন, হে আল্লাহ! আমার কবরকে এমন স্থান বানিয়ো না, যার পুজা করা হবে। ঐ জাতির উপর আল্লাহ তা'আলা অত্যন্ত ক্রোধান্বিত হন, যারা স্বীয় নবীগণের কবরকে সেজদার স্থান বানায়। (মেশকাত/ফাইজুল কালাম)

মৃত্যু ও জানাযা সম্পর্কিত কতিপয় ভুল মাসআলা

❖ প্রসিদ্ধ আছে যে, স্বামী তার মৃত স্ত্রীর খাটের পায়াতেও হাত লাগাতে পারে না। এটা একটা ভুল ধারণা। কেননা অপরিচিত পরপুরুষ অপেক্ষাতো স্বামীই এ ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার যোগ্য। অন্যান্য লোকেরা যখন উঠাতে পারছে তখন তার স্বামী তার খাট কেন উঠাতে পারবে না। (আগলাতুল আওয়াম)

❖ লোকমুখে শোনা যায় যে, মৃতদেহ ঘর বা মহল্লা থেকে উঠিয়ে না নেওয়া পর্যন্ত খাওয়া-দাওয়া করা নাকি গোনাহের কাজ। এ জাতীয় কথার কোন ভিত্তি নেই। (প্রাগুক্ত)

❖ সাধারণ লোকেরা বলে মৃত ব্যক্তির গোসলের পানি পাড়ানো উচিত নয়। আর সে জন্য তারা মৃত ব্যক্তিকে গোসল করানোর জন্যে একটা গর্ত খনন করে, যাতে সমস্ত প্যানি এসে সেই গর্তে একত্রিত হয়। তাদের এই ধারণা একবারেই ভ্রান্ত। (তবে পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, মানুষের চলাচলের অসুবিধার জন্যে গর্ত করা যেতে পারে।) (প্রাগুক্ত)

❖ কতিপয় লোক নিকটতম আত্মীয়-স্বজনদের কবরে নতুন মাটি দেওয়াকে অবশ্য কর্তব্য মনে করে। শরীয়তে এসবের কোন প্রমাণাদি নেই। (প্রাগুক্ত)

❖ মৃত ব্যক্তিকে বাড়ীর ব্যবহৃত পাত্র দ্বারা গোসল না করানোর ব্যাপারে কোন কোন মানুষ খুব গুরুত্ব প্রদান করে থাকে। তারা নতুন পাত্র সংগ্রহ করতে প্রাণপণ চেষ্টা করে এবং তা দ্বারা গোসলের ব্যবস্থা করে। অত:পর এ সকল পাত্র নিজেরা ব্যবহার না করে কোন মসজিদ দিয়ে দেয় কিংবা তা নষ্ট করে ফেলে। তাদের এ জাতীয় ধারণা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। (প্রাগুক্ত)

❖ সাধারণ মানুষকে দেখা গেছে যে, জানাযার নামাযের তাকবীরসমূহ বলার সময় আকাশ পানে মুখ উত্তলন করে। এটা একটা ভিত্তিহীন প্রথা।

❖ অধিকাংশ এলাকায় এটা প্রচলিত আছে যে, মৃত ব্যক্তিকে কবরে চিৎ করে শোয়ানো হয় এবং তার মুখখানা শুধু কেবলার দিকে ঘুরিয়ে দেওয়া হয়; এটা ঠিক নয়। বরং নিয়ম হচ্ছে, মৃতদেহকে কেবলার দিকে সম্পূর্ণ কাত করে কেবলা দিক করে শোয়াতে হবে। (প্রাগুক্ত)

❖ অধিকাংশ সাধারণ লোক মৃত্যু যন্ত্রণা বা শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করার সময় সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে শরবত ইত্যাদি পান করানো আবশ্যক মনে করে এবং যারা শরবত পান করায় না তাদেরকে তিরস্কৃত করে। অথচ শরবত পান করানো কোন জরুরী বিষয় নয় এবং তিরস্কার করার ব্যাপারও নয়, বরং এমনটি যারা মনে করে তারাই খারাপ করছে। (প্রাগুক্ত)

মৃত্যুর ইদ্দত

কোন মহিলার স্বামী ইন্তেকাল করলে ঐ মহিলার জন্যে চার মাস দশ দিন ইদ্দত পালন করা ওয়াজিব এবং ইদ্দত অবস্থায় মুসলমান প্রাপ্ত বয়স্কা মহিলার জন্যে শোক পালন করাও ওয়াজিব। শোক পালনের অর্থ হচ্ছে ইদ্দতের মধ্যে ঐ মহিলার জন্যে খোশ্‌বু ব্যবহার, সাজ-সজ্জা করা, মাথায় তৈল দেওয়া এবং চোখে সুরমা লাগানো নিষেধ। তবে বিশেষ প্রয়োজনবশত; তৈল দেওয়া সুরমা লাগানো জায়েয রয়েছে। মেহেদী লাগানো, গোলাপী ও কুসুম রঙ্গের কাপড় পরিধান করাও নিষেধ। কিন্তু নাবালেগা মেয়ের জন্যে শোক পালন করা ওয়াজিব নয়। ইদ্দত পালনকারী মহিলা নিজ গৃহ থেকে দিনের বেলা অথবা রাতের কোন অংশে বের হতে পারবে। কিন্তু অন্যের গৃহে রাত্রি যাপন করতে পারবে না।

❖ স্বামীর মৃত্যুর সময় স্ত্রী যে ঘরে বসবাস করত, সে ঘরেই বসবাস করতে হবে। অন্যত্র যাওয়া জায়েয নেই। কিন্তু কোন মহিলা যদি এরূপ দরিদ্র হয়, যার নিকট জীবিকা নির্বাহের মত খরচাদি নেই, সে বের হতে পারবে। পক্ষান্তরে কোন চাকুরী করলে বা আবশ্যকীয় কোন পেশায় নিয়োজিত থাকলে তার জন্যে অন্যত্র যাওয়া জায়েয আছে। কিন্তু এমতাবস্থায়ও রাত্রি যাপন তার ঘরেই করতে হবে। বিয়ের পর স্বামীর সাথে তার সহবাস হোক চাই না হোক এবং নির্জনে অবস্থান করুক চাই না করুক ও তার হায়েজ আসুক চাই না আসুক; সকল অবস্থায় একই বিধান অর্থাৎ চার মাস দশ দিন ইদ্দত পালন করতে হবে।

❖ স্ত্রী গর্ভবতী অবস্থায় যদি স্বামী মৃত্যুবরণ করে, তাহলে বাচ্চা প্রসব হওয়া পর্যন্ত স্ত্রী ইদ্দত পালন করবে। এরূপ অবস্থায় মাস ও দিন গণনার প্রয়োজন নেই। মৃত্যুর কিছুক্ষণ পরই যদি বাচ্চা প্রসব হয়, তাহলে তখনই ইদ্দত শেষ হয়ে যাবে।

স্বামীর পক্ষ থেকে স্ত্রীর প্রাপ্ত অংশটি যদি স্ত্রীর থাকার জন্যে যথেষ্ট হয়, তাহলে ওজর ব্যতীত অন্যত্র চলে যাওয়া জায়েয নেই। কিন্তু স্বামীর পক্ষ থেকে প্রাপ্ত অংশটি যদি স্ত্রীর থাকার জন্যে যথেষ্ট না হয় অথবা স্বামীর অন্যান্য ওয়ারিশরা যদি তাকে তাদের নিজ অংশ থেকে বের করে দেয়, তাহলে ঐ মহিলার জন্যে স্থান পরিবর্তন করে অন্যত্র যাওয়া জায়েয আছে।

ইদ্দত পালনকারী মহিলা গৃহের যে কোন অংশে অবস্থান করতে পারবে। নির্ধারিত একটি স্থানে থাকতে হবে বলে যে একটি কু-সংস্কার সমাজে প্রচলিত আছে এবং খাট ও চৌকি যথাস্থান থেকে না সরানোর যে প্রথা প্রচলিত রয়েছে, তা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন।

স্বামীর মৃত্যুর চার মাস দশ দিন অতিক্রান্ত হওয়ার পর যদি কোন মহিলার নিকট তার স্বামীর মৃত্যুর সংবাদ পৌঁছে, তাহলে তার ইদ্দত পূর্ণ হয়ে গেছে বলে ধরে নিতে হবে। মৃত্যুর সংবাদ পাওয়া পর নতুন করে ইদ্দত পালনের প্রয়োজন নেই।

ষষ্ঠ অধ্যায়

শহীদের বর্ণনা

পবিত্র কুরআন ও হাদীসে তাদেরকে জান্নাতী হওয়ার সুসংবাদ প্রদান করা হয়েছে। তারা মৃত নয়, বরং জীবিত এবং তারা আল্লাহ পাকের সান্নিধ্যে রয়েছে। তাদের মৃত্যুর মুহূর্তে অসংখ্য ফেরেশ্‌তা অবতীর্ণ হয়। এ-সকল কারণে তাদেরকে শহীদ বলা হয়।

শহীদ দুই প্রকার। এক- হাকীকী বা প্রকৃত শহীদ। দুই–হুকমী বা অপ্রকৃত শহীদ।

হাকীকী বা প্রকৃত শহীদ বলা হয়, যাদের উপর শহীদের ইহলৌকিক বিধান কার্যকর হয়। আর হুকমী বা অপ্রকৃত শহীদ বলা হয়, যাদের উপর ইহলৌকিক বিধান কার্যকর হয় না বটে, তবে পরকালে তাঁরা শহীদগণের মর্যাদা পাবেন এবং শহীদগণের অন্তর্ভুক্ত বলে গণ্য হবেন।

হাকীকী শহীদের শর্তসমূহ

শরীয়তের বিধান অনুসারে যার মাঝে নিম্নবর্ণিত শর্তসমূহ পাওয়া যাবে, তাকে শহীদে হাকীকী বা প্রকৃত শহীদ বলা হবে।

❖ মুসলমান হওয়া। মুসলমান ব্যতীত কোন অমুসলিম কোন অবস্থাতেই শহীদ বলে গণ্য হতে পারে না।

❖ সুস্থ্য মস্তিষ্কসম্পন্ন ও বালেগ হওয়া। এর বিপরীত উন্মাদ-পাগল ও নাবালেগ অবস্থায় কেউ মারা গেলে শহীদ বলে গণ্য হবে না।

❖ এমন নাপাকী হতে পবিত্র হতে হবে, যে সকল নাপাকী হতে পবিত্র হওয়ার জন্যে গোসল করা ফরজ হয়।

❖ নিরপরাধভাবে নিহত হতে হবে। যদি কেউ সঙ্গত কারণে দণ্ডপ্রাপ্ত হয়ে নিহত হয়, তাহলে সে শহীদ বলে সাব্যস্ত হবে না।

❖ কোন মুসলমানের হাতে নিহত হলে অথবা মুসলিম রাষ্ট্রে অমুসলিম নাগরিকের হাতে মৃত্যুবরণ করলে ধারালো অস্ত্রে নিহত হতে হবে। ধারালো

অস্ত্রবিহীন অন্য কোন বস্তু যথা- পাথর ইত্যাদির আঘাতে মৃত্যুবরণ করলে তাকে শহীদে হাকীকী বলা হবে না।

❖ যে হত্যার শাস্তি স্বরূপ শরীয়ত কর্তৃক কোন অর্থদণ্ড নির্ধারিত হয়নি, বরং কেছাছ বা মৃত্যুদণ্ড ওয়াজিব হয়েছে।

❖ আঘাত পাওয়ার পর আহত ব্যক্তি কোন স্বাভাবিক জীবন ধারণের সুযোগ না পাওয়া। যথা-পানাহার, ঔষধ সেবন করা, চলাফেরা, বেচা-কেনা ইত্যাদি কিছুই সে করতে পারেনি। (কাফন-দাফনের মাসলা-মাসায়েল)

হাকীকী শহীদের হুকুম

উল্লেখিত শর্তসমূহ যে শহীদের মাঝে পাওয়া যাবে, তার হুকুম হচ্ছে, তাকে গোসল দেওয়া হবে না। শরীরের রক্তের দাগও পরিষ্কার করা হবে না। তবে শরীরে বা কাপড়ে রক্ত ব্যতীত অন্য কোন নাপাক বস্তু লেগে থাকলে, তা পরিষ্কার করতে হবে। শহীদের দেহে যদি সুন্নত অনুযায়ী কাফনের কাপড় থেকে কম কাপড় থাকে, তাহলে কমতি পূরণ করে দিবে। আর সুন্নত অনুযায়ী কাফনের কাপড় থেকে বেশী থাকে, তাহলে অতিরিক্ত কাপড় খুলে রেখে দিবে। কাফনের অনুপযুক্ত বস্তু যথা টুপি, জুতা, লৌহবর্ম অস্ত্র ইত্যাদি খুলে ফেলবে। চামড়ার পোষাক থাকলে তাও খুলে ফেলবে। তবে যদি চামড়ার পোষাক ব্যতীত আর কোন কাপড় না থাকে, তাহলে চামড়ার পোষাকেই দাফন করবে। (প্রাগুক্ত)

শহীদে হুকমী কারা

যারা প্রকৃত শহীদ নয়, তবে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদেরকে পরকালীন জীবনে শহীদের মর্যাদা লাভে সৌভাগ্যশীল হওয়ার সুসংবাদ প্রদান করেছেন। দুনিয়াতে তাদের উপর শহীদের হুকুম কার্যকর হবে না। ফলে তাদের গোসল ও কাফন-দাফন যথানিয়মে সাধারণ মৃতদের মতই হবে, শহীদদের মত নয়। এ ধরনের শহীদগণের সংখ্যা হাদীসের বিভিন্ন কিতাবে প্রায় চল্লিশেরও অধিক উল্লেখ করা হয়েছে। নিম্নে তাদের একটি লিষ্ট প্রদান করা হল ঃ

❖ যাকে অন্যায়ভাবে হত্যা করা হয়েছে, তবে তার মাঝে প্রকৃত শহীদের শর্ত পাওয়া যায়নি। যথা সে পাগল মাতাল বা অপ্রাপ্ত বয়স্ক।

❖ কোন কাফের, ডাকাত এবং রাষ্ট্রদ্রোহীর উপর আক্রমণ চালালে ভুলবশত: সে আক্রমণ নিজের উপর পতিত হয়ে মৃত্যুবরণ করল।

❖ ইসলামী রাষ্ট্রের সীমান্ত প্রহরীর স্বাভাবিক মৃত্যু।

❖ খাঁটি নিয়তে শাহাদাতের কামনা এবং প্রার্থনা করে স্বাভাবিক মৃত্যু বরণ করা।

❖ নিজকে এবং নিজের পরিবারকে অত্যাচারী জালিমের হাত থেকে রক্ষার প্রয়াসে জালিমের হাতে মৃত্যুবরণ করা।

❖ অন্যায়ভাবে বন্দি হয়ে বন্দিখানায় মজলুম অবস্থায় মৃত্যুবরণ করা।

❖ নিজের অর্থ-সম্পদ সংরক্ষণের প্রচেষ্টায় জালিমের হাতে মৃত্যুবরণ করা।

❖ জালেমের জুলুম থেকে মুক্তির জন্যে আত্মগোপন করা অবস্থায় মৃত্যুবরণ করা।

❖ ডায়রিয়া বা পেটের পীড়ায় আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুবরণ করা।

❖ ডায়রিয়ার ফলে এলাকা থেকে সরে না গিয়ে ধৈর্য-সহ্য এবং সওয়াবের নিয়তে এলাকায় অবস্থান করে স্বাভাবিক মৃত্যুবরণ করা।

❖ প্লেগ রোগে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুবরণ করা।

❖ 'সিল' রোগে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুবরণ করা।

❖ নিমোনিয়ায় আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুবরণ করা।

❖ মৃগী রোগে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুবরণ করা।

❖ সওয়ারী থেকে পড়ে গিয়ে মৃত্যুবরণ করা।

❖ জ্বরে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুবরণ করা।

❖ সমুদ্র ভ্রমণের ফলে মাতলীর কারণে বমি করে মৃত্যুবরণ করা।

❖ রোগাক্রান্ত অবস্থায় চল্লিশবার দোয়ায়ে ইউনুস অর্থাৎ لَا إِلٰهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظّٰلِمِيْنَ পাঠ করে সেই অসুস্থ অবস্থায় মৃত্যুবরণ করা।

❖ অপরের বদ নজরের ফলে মৃত্যুবরণ করা।

❖ বিষাক্ত প্রাণীর দংশনে মৃত্যুবরণ করা।

❖ হিংস্র প্রাণীর আক্রমনে ক্ষতবিক্ষত হয়ে মৃত্যুবরণ করা।

❖ আগুনে দগ্ধ হয়ে মৃত্যুবরণ করা।

❖ দেয়ালের নীচে চাপা পড়ে মৃত্যুবরণ করা।

❖ গর্ভাবস্থা মৃত্যুবরণ করা এবং সন্তান প্রসবের সময় নেফাস অবস্থায় মৃত্যুবরণ করা।

❖ অবিবাহিত অবস্থায় মৃত্যুবরণ করা।

❖ ইলমে দ্বীন শিক্ষারত অবস্থায় মৃত্যুবরণ করা।

❖ ইলমে দ্বীন শিক্ষাদান অবস্থায় মৃত্যুবরণ করা।

❖ এমন প্রেমিক, যার পবিত্র প্রেমকে অন্তরে লুকিয়ে রেখে প্রেমের জ্বালায় মৃত্যুবরণ করে।

❖ ধর্মীয় গবেষণা ও রচনায় রত থাকা অবস্থায় মৃত্যুবরণ করা।

❖ সওয়াবের নিয়তে মুয়াজ্জিনী করা অবস্থায় মৃত্যুবরণ করা।

❖ সব্যবাদী আমানতদার ব্যবসায়ী মৃত্যু।

❖ এমন সদাচরণকারীর মৃত্যু যে অসদাচরণকারীর সাথেও সদাচরণ করে।

❖ ফিৎনার যুগে সুন্নতের উপর অটল থেকে মৃত্যুবরণ করা।

❖ ওযূ অবস্থায় রাতে শোয়ার পর মৃত্যুবরণ করা।

❖ শুক্রবার দিনে মৃত্যুবরণ করা।

❖ নিম্নোক্ত দোয়া দৈনিক পঁচিশবার পাঠকারীর মৃত্যু ঃ

اَللّٰهُمَّ بَارِكْ لِي فِي الْمَوْتِ وَفِيْمَا بَعْدَ الْمَوْتِ

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মা বারিকলী ফিল মাওতি ওয়াফীহা বা'দাল মাওতি।

অর্থ ঃ হে আল্লাহ! মৃত্যু এবং মৃত্যুর পর আমাদের বরকত দানে সৌভাগ্যশীল করুন।

❖ ইশরাক এবং চাশতের নামায পাবন্দীর সাথে আদায় করে মৃত্যুবরণ করা এবং সফরে, বাড়ীতে বিতর নামাযের পাবন্দী করে মৃত্যুবরণ করা এবং প্রতি মাসে তিনটি রোযা পালন করে মৃত্যুবরণ করা।

❖ দৈনিক পাবন্দীর সাথে সূরা ইয়াছীন পাঠ করে মৃত্যুবরণ করে।

❖ যে দৈনিক রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর একশত বার দরূদ শরীফ পাঠ করে মৃত্যুবরণ করে।

❖ কোন মহিলার স্বামী অন্য কোন স্ত্রীর সাথে সম্পর্ক স্থাপন বা বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার ফলে সে যদি ছবর ও ধৈর্য ধারণ করে এবং এই অবস্থায় তার মৃত্যু হয়।

পরিশিষ্ট

ওসীয়্যত

মৃত্যুর পূর্বে উত্তরাধিকারী সন্তান-সন্তুতি, পরিবার-পরিজন ও আত্মীয়-স্বজনের করনীয় সম্পর্কে ওসীয়্যত করে যাওয়া উচিত। কোন কোন ক্ষেত্রে ওসীয়্যত করা ওয়াজিব হয়ে পড়ে। আবার কোন কোন ক্ষেত্রে ওসীয়্যত করা নফল বা মুস্তাহাব প্রমাণিত।

নিজের উপর হুকুকুল্লাহ বা আল্লাহ তা'আলার সাথে সম্পৃক্ত কোন হক বা বান্দার কোন হক যদি ওয়াজিব পর্যায়ের থেকে যায়, তাহলে ওয়ারিশগণকে তা আদায় করার জন্যে মৃত্যুর পূর্বে ওসীয়্যত করে যাওয়া ওয়াজিব। আর যদি এ জাতীয় আবশ্যকীয় কোন বিষয় না থাকে, তাহলে কল্যাণ ও উপদেশমূলক ওসীয়্যত করে যাওয়া নফল বা মুস্তাহাব।

বুখারী শরীফের এক হাদীসে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাযিঃ)-এর বর্ণনায় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন 'যে মুসলমানের উপর ওসীয়্যত করার মত কিছু বিষয় রয়েছে, তার জন্যে ওসীয়্যত না করে দুই রাত্র অতিবাহিত করাও উচিত নয়।'

কোন বর্ণনায় এক রাত্রে আবার কোন বর্ণনায় তিন রাত্রের কথা উল্লেখিত হয়েছে। তাই মুহাদ্দিসীনে কেরাম বলেন, আসলে এখানে হাদীসের উদ্দেশ্য হচ্ছে ওসীয়্যত লেখার প্রতি গুরুত্ব আরোপ করা। অর্থাৎ বুঝানো উদ্দেশ্য যে, ওসীয়্যতনামা লেখা ব্যতীত সামান্য সময়ও অতিবাহিত করা ঠিক নয়। তবে চিন্তা-ভাবনা করে সুষ্ঠুভাবে ওসীয়্যতের বিষয়াবলী লিপিবদ্ধ করার জন্যে উপরোক্ত সময়ের কথা বলা হয়েছে। যার সর্বশেষ সময় ৩ দিন। এ কারণেই উক্ত হাদীসের বর্ণনাকারী হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাযিঃ) বলেন 'আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট উক্ত বর্ণনা শোনার পর সেদিন থেকে এক রাত্র অতিবাহিত হওয়ার পূর্বেই আমার নিকট ওসীয়্যতনামা লিপিবদ্ধ করে রেখে দিয়েছি।

তাই সুস্থ অবস্থায় যথাসাধ্য তাড়াতাড়ি নিজের ওসীয়্যতনামা লিখে রাখাকে আলেমগণ মুস্তাহাব বলে মন্তব্য করেছেন।

একবার ওসীয়্যতনামা লেখার পর যদি আরো কোন বিষয়ে ওসীয়্যত করার প্রয়োজন পড়ে, তাহলে পূর্বেকৃত ওসীয়্যতনামার সাথে তা সংযোজন করে নিবে।

কারো দেনা-পাওনা বা শরীয়তের ফরজ কর্তব্যের ক্ষেত্রে যেমন ওসীয়্যত করার বিধান রয়েছে, তদ্রুপ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির মৃত্যুর পর পরিবার-পরিজন ও সন্তান-সন্তুতি কিভাবে জীবন গোজরান করবে, কি আমল পালন করবে, তারও ওসীয়্যত করা আবশ্যক। যাতে তার মৃত্যুর পর ছেলে-মেয়ে ও আত্মীয়-স্বজনরা ভ্রান্ত পথে না চলে।

অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যায়, মৃতের গোসল, কাফন, দাফন সহ মৃত্যু পরবর্তী কাজগুলো সুন্নত অনুযায়ী পালন হয় না, বরং নানা ধরনের বেদ'আত ও কু-সংস্কারের মধ্য দিয়ে তা পালন করা হয়। তাই এসব থেকে বিরত থাকার জন্যেও নিজের সন্তানদেরকে জীবনের অন্তিম মুহূর্তে ওসীয়্যত করে যাওয়া আবশ্যক।

নিজের ফরজ ওয়াজিব কর্তব্যতো আছেই, পাশাপাশি পরিবার ও সন্তানদেরকে যুগ-জামানার প্রয়োজনীয় বিষয়াদীর প্রতি লক্ষ্য রেখে কুরআন-হাদীসের আলোকে একান্ত প্রয়োজনীয় কতিপয় বিষয়াবলী উল্লেখপূর্বক ওসীয়্যত করে যাওয়া উচিত।

নিম্নে একটি ওসীয়তনামার সংক্ষিপ্ত নমূনা উপস্থাপন করা হল ঃ

بسم الله الرحمن الرحيم

আমি নিজ সন্তান-সন্তুতি, পরিবার-পরিজন ও প্রিয়জনদের এই মর্মে ওসীয়্যত করে যাচ্ছি যে –

❖ আমি যখন জীবন সায়াহ্নে উপনিত হব, তখন আমার নিকটে সূরা ইয়াছীন নিজে বা অন্য কারো দ্বারা বেশী বেশী পাঠ করবে বা করাবে এবং আমাকে কালেমার তালক্বীন দিবে বা দেওয়াবে। এহেন অবস্থায় তখন বিশেষভাবে আমার নিকট কোন গায়রে মাহ্‌রাম আসতে দিবে না। কোন গায়রে মাহরাম দ্বারা কালেমার তালক্বীন বা সূরায়ে ইয়াছীন পাঠ ইত্যাদির প্রয়োজন হলে, খাস পর্দার প্রতি সবিশেষ দৃষ্টি রাখবে।

❖ মৃত্যুর পর আমার লাশের নিকট সম্মিলিতভাবে কুরআন শরীফ পাঠ করবে না। তবে পৃথক পৃথক অন্য স্থান থেকে নিজ নিজ সাধ্যানুযায়ী পাঠ করে বখশে দিবে।

❖ আমি মারা যাওয়ার সাথে সাথে অবিলম্বে গোসল দিয়ে স্বল্প সময়ের মধ্যে আমার কাফন-দাফনের ব্যবস্থা করবে। কারো জন্যে অপেক্ষার নামে এ কাজে বিলম্ব করবে না।

❖ আমার জানাযার প্রস্তুতি, গোসল, কাফন-দাফনের ক্ষেত্রে পূরোপূরী সুন্নত তরীকা বজায় রাখবে। সুন্নত পরিপন্থী কোন কাজ করবে না।

❖ আমার মৃত্যুর পর কেউ উচ্চস্বরে কান্নাকাটি করবে না এবং শোক-মাতমে নাজায়েয কথা বলবে না।

❖ মহান আল্লাহর মেহেরবানীতে যদি বৃহস্পতিবার রাত্রে বা শুক্রবার সকালে মৃত্যু নসীব হয়, তাহলে জুমআর পূর্বেই কাফন-দাফন সম্পন্ন করবে। জানাযায় লোক সমাগম বেশী হওয়ার উদ্দেশ্যে বা কোন নিকটতম আত্মীয়-স্বজনের দর্শনের জন্যে আমাকে জুমআর আগে কাফন-দাফন হতে যেন বিরত না রাখা হয়। মৃত্যুর পর সম্ভব হলে আমাকে আহলে সুন্নত ওয়াল জামাতের অনুসরী দ্বীনদার পরহেজগার আল্লাহওয়ালা আলেম দ্বারা জানাযার ব্যবস্থা করবে।

❖ অসুস্থতা বা অন্য কোন কারণে যদি আমার জীবনে নামায, রোযা ক্বাজা হয় বা হজ্ব-যাকাত আদায় বাকী থাকে, তাহলে আমার স্থাবর-অস্থাবর ষোল আনা সম্পত্তি হতে প্রথমে কাফন-দাফন, তারপর ঋণ পরিশোধের পর যা কিছু অবিশষ্ট থাকবে, ওয়ারিশগণের মাঝে বন্টনের পূর্বেই তাথেকে তা প্রথমেই আদায় করবে।

❖ আমার মৃত্যু পর আমার রূহের মাগফিরাত, সওয়াব রেসানী বা আত্মার কল্যাণার্থে কিছু করতে হলে দ্বীনদার পরহেজগার ও হক্কানী মুফতী আলেমের সাথে পরামর্শ করে করবে। নিজের ইচ্ছেমত কিছু করবে না।

❖ আমাকে বোগলী বা প্রয়োজনে সিন্ধুকী কবরে দাফন করবে, কারণ তা উত্তম। কবরের মধ্যে আমাকে সুন্নত অনুযায়ী ঠিক ডান কাতে ক্বেবলামুখী করে শোয়াবে। আমার সীনা যেন পূরোপূরী ক্বেবলার দিকে থাকে। প্রয়োজনে মাথা ও পিঠের নীচে মাটি দিয়ে দিবে। চিৎ করে শোয়ায়ে চেহারা

ক্বেবলার দিকে ঘুরিয়ে দেওয়া এটা সুন্নতের খেলাফ। তাই এভাবে আমাকে শোয়াবে না।

❖ পুরুষের জন্যে কবর যেয়ারত করা মুস্তাহাব। তাই পুরুষেরা সপ্তাহে অন্তত: একদিন আমার কবর যেয়ারত করার চেষ্টা করবে। তা শুক্রবার হলে সবচেয়ে ভাল।

❖ কারো ঋণ বা দেনা-পাওনা থাকলে কিংবা কারো প্রতি বিশেষ কোন ওসীয়্যত থাকলে তা লিখবে..।

❖ আমার মৃত্যুর পর কবর জগতে আমার জন্যে সওয়াব রেসানী করার ক্ষেত্রে সুন্নত নিয়ম মেনে চলবে। তা এভাবে যে–

❖ কিছু টাকা-পয়সা, ভাত-কাপড় কোন অভাবগ্রস্ত মুমিন লোককে দান করে তার নিকট কোন কিছু প্রকাশ না করে নিজেরাই আল্লাহ তা'আলার নিকট দোয়া করবে যে, হে আল্লাহ! এর বিনিময়ে যে সওয়াব হয়, তা অমুককে পৌঁছে দিন। এভাবে আমার জন্যে সওয়াব রেসানী করবে।

❖ সদক্বায়ে জারিয়া, মসজিদ, মাদ্রাসা, তালেবে এলেম, মুদাররিসগণের খরচ, দ্বীনী কিতাব ইত্যাদি কাজে কিছু টাকা পয়সা বা স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি দান করে নিজেই আল্লাহর নিকট দোয়া করবে, হে আল্লাহ! এর যা কিছু সওয়াব হয়, তা অমুককে পৌঁছে দিন। এভাবে আমার নিকট সওয়াব পাঠাবে। আর সাবধান! নিয়তের মাঝে যেন গোলমাল না হয় অর্থাৎ নাম ও যশ-খ্যাতির নিয়ত না হওয়া উচিত। খালেস আল্লাহর ওয়াস্তে নিয়ত করবে। নতুবা সওয়াব হবে না বা পৌঁছবে না।

❖ পবিত্র কুরআন শরীফের কিছু অংশ পাঠ করবে। যথা-সূরা ফাতেহা, সূরা বাক্বারার প্রথম ও শেষ তিন আয়াত, সূরাহ ইয়াছীন, সূরা মুলুক, সূরা ইখলাস ইত্যাদি। এ ছাড়া পবিত্র কুরআনের অধিক বরকতপূর্ণ আরো যে সকল সূরা রয়েছে অথবা সম্পূর্ণ কুরআন শরীফ খতম করবে। পাশাপাশি নফল নামায-রোযা, দোয়া-তাসবীহ, দরূদ শরীফ পড়ে আমার রূহের উপর বখশে দিবে। এর মাধ্যমে আমাকে উপকৃত করবে।

❖ অত:পর আমার নাম ধরে নিজেই আল্লাহর নিকট এরূপ দোয়া করবে যে, হে আল্লাহ! অমুকের গোনাহ ক্ষমা করে দিন। তাকে কবর আযাব থেকে নিষ্কৃতি দিন। তার পরকালের সকল মুশকিল আসান করে দিন। তার উপর

রহমত নাযিল করুন। তাকে চিরস্থায়ী সুখ দান করুন। তার ভুল-ত্রুটি ক্ষমা করে দিন। ময়লা কাপড় যেভাবে ধুয়ে পরিষ্কার করা হয়, তার পাপগুলো এভাবে পরিষ্কার করে দিন। এভাবে আমার পরকালীন সার্বিক কল্যাণ কামনা করে প্রার্থনা করবে।

❖ সওয়াব রেসানীর জন্যে প্রচলিত গর্হিত যে সকল অনুষ্ঠানাদি হয়ে থাকে, তা সম্পূর্ণরূপে বর্জন করবে। যথা-বেদআতী পন্থায় মিলাদ। কুলখানী, তিন দিন, সাত দিন বা চল্লিশ দিনের খানা খাওয়ানো। মৃত্যু বা জন্ম বার্ষিকী পালন করা ইত্যাদি।

❖ পারিশ্রমিকের বিনিময়ে কুরআন খতম করানো, কালেমা খতম করানো, নজরানা স্বরূপ টাকা-পয়সা লেন-দেন, খানা-খাওয়ানো মিষ্টি বিতরণ বা দোয়া-দরূদ পাঠ করানো থেকে বিশেষভাবে বিরত থাকবে। এসব সম্পূর্ণ কুরআন-হাদীস পরিপন্থী।

❖ আমার মৃত্যুর পর আমার সন্তানাদি, স্ত্রী-পরিবার ও আত্মীয়-স্বজনের করনীয় আমল সম্পর্কে তাদের প্রতি আমার সর্বশেষ ওসীয়্যত এই যে–

❖ তারা সুন্নতের প্রতি সজাগ দৃষ্টি রেখে পাঁচ ওয়াক্ত নামায গুরুত্বের সাথে জামাতের সাথে আদায় করবে। মহিলারা নিজ গৃহে পর্দা সহকারে পাঁচ ওয়াক্ত নামায আদায় করবে এবং নামাযের বাইরেও সুন্নত তরীকায় জীবন যাপন করবে।

❖ শরীয়তের পর্দা হুকুম যথাযথ বজায় রেখে চলবে। বাইরে যেমন পর্দা করবে বাড়ীর ভিতরও গায়রে মাহ্‌রাম আত্মীয়-স্বজন থেকে পর্দা করবে।

❖ বাড়ীতে জীব-জন্তুর ছবি, টিভি, গান-বাদ্য ইত্যাদির উপকরণ রাখবে না।

❖ বিয়ে-শাদি সহ অন্যান্য ধর্মীয় অনুষ্ঠান ও পারিবারিক অনুষ্ঠানে সকল প্রকার কু-সংস্কার ও অপচয় হতে বিরত থাকবে।

❖ সদ-সর্বদা সুন্নতপন্থী আলেম ও তালেবে এলেম সহ দ্বীনের একনিষ্ঠ খাদেমদের প্রতি আন্তরিক মহাব্বত রাখবে। তাদের সেবা করবে, তাদের সাথে সম্পর্ক রেখে চলবে এবং তাদের নিকট দোয়া চাইবে।

❖ প্রতি দিন কুরআন শরীফ তেলাওয়াতের অভ্যাস করবে। বিশেষ করে পবিত্র কুরআনের চারটি হকের প্রতি সবিশেষ দৃষ্টি রাখবে (১) মহাব্বত। (২)

সম্মান। (৩) বিশুদ্ধ তেলাওয়াত। (৪) পবিত্র কুরআনের বিধি-নিষেধের পরিপূর্ণ অনুসরণ।

❖ হুকুল ইবাদ বা বান্দার সকল প্রকার হক যথাযথ আদায় না করে থাকলে অবিলম্বে আদায় করে দিবে বা হকপ্রাপ্তদের নিকট ক্ষমা চেয়ে নিবে।

❖ ছেলে-মেয়ে সহ সকল ওয়ারিশের হক পাই পাই হিসেব করে বুঝিয়ে দিবে। বিশেষ করে মেয়েদের হকের ক্ষেত্রে বিশেষ গুরুত্ব দিবে।

❖ ভাই-বোন পরস্পরের সুন্দর সম্পর্কটি অটুট বন্ধনে বজায় রাখবে। এই সম্পর্ক ঠিক রাখতে গিয়ে যদি জান-মাল ও মূল্যবান সম্পদ কুরবানী দিতে হয়, তাও দিবে। তাতে কখনো অস্বীকৃতি জানাবে না।

❖ কোন সমস্যা বা প্রয়োজন সামনে আসলে 'সালাতুল হাজত' নামায পড়ে একমাত্র আল্লাহ তা'আলার নিকট সমাধান চেয়ে নেওয়ার অভ্যাস করবে এবং আল্লাহ তা'আলার নিকট নিজের আত্মশুদ্ধির জন্যে দোয়া করবে।

❖ পরিশেষে দুনিয়ায় চলতে গেলে আচার-ব্যবহার, কথা-বার্তা এমনকি শাসনের ক্ষেত্রে, শিক্ষা-দীক্ষায়, ইচ্ছা-অনিচ্ছায় কারো কোন কষ্ট পাওয়া স্বাভাবিক। কাজেই আমি সকলের নিকট আল্লাহর ওয়াস্তে ক্ষমা চাই। আমাকে অন্তর থেকে ক্ষমা করে দিবে। যদি জানতে পার যে কেউ আমার দ্বারা কষ্ট পেয়েছে, তাহলে তার নিকট আমার পক্ষ থেকে আন্তরিকভাবে ক্ষমা চেয়ে নিতে আপ্রাণ চেষ্টা করবে।

আমার উদ্দেশ্য ছিল বলা এবং উপদেশ প্রদান করা, তা করে গেলাম। তোমাদেরকে আল্লাহর হাতে সোপর্দ করে বিদায় নিলাম।

ওসীয়্যতকারীর স্বাক্ষর ও তারিখ